চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৮ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

থানার লকআপে অস্বাভাবিক মৃত্যু

সাইবার ক্রাইমের পুলিশ সুপার বদলি, সাসপেন্ড দুই পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। বদলি করা হল সাইবার ক্রাইমের পুলিশ সুপারকে। সাসপেন্ড হলেন পশ্চিম আগরতলা থানার দুই পুলিশ কর্মী। মূলত, পুলিশ লকআপে এটিএম হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টির জেরেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য, রাজ্য সরকার বিষয়টি যথেষ্ট সংবেদনশীল মনে করেই হয়তো তড়িঘড়ি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার পুলিশ সুপার শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে ট্রাফিকের পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানার ডিউটি অফিসার সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জিত দেববর্মা ও কনস্টেবল বিশ্বজিৎ পালকে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

আজ রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। আইপিএস এবং টিপিএস মিলে ৩২ জনের রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে ট্রাফিকের পুলিশ সুপারের দায়িত্বে বদলি করা হয়েছে। এদিকে, পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীর গ্রেপ্তারিতে ব্যর্থতার দায়ে বরখাস্ত তদানীন্তন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং টিএসআর ১ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কমান্ড্যান্টের পদে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখন তাকে ওই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার বদলে তিনি গুরুতর অপরাধ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার পুলিশ সুপার সাথে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপারের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, পুলিশ লক আপে এটিএম হ্যাক-র সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃতের মৃত্যুর ঘটনায় শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে সাইবার ক্রাইম পুলিশ সুপারের পদ থেকে বদলি করা হয়েছে।

আজ ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসনের অবর সচিব এস কে দেববর্মা ৩২ জন পুলিশ আধিকারিকের রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তাতে, ৬ জন আইপিএস এবং ২৬ জন টিপিএস পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন। ওই তালিকায় রয়েছেন জিতেন্দ্র দেববর্মা, লাকি চৌহান, অজিত প্রতাপ সিং, কুলবন্ত সিং, সঞ্জয় রায়, শাশ্বত কুমার, ভানুপদ চক্রবর্তী, অমার্জিত দেববর্মা, নবদ্বীপ জমাতিয়া, পিনাকী সামন্ত, রুথলুঙা ডারলং, নগেন্দ্র দেববর্মা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, কমল বিকাশ মজুমদার, রঙ্গ দুলাল দেববর্মা, রাজু রিয়াং, মণিময় চাকমা, উত্তম বণিক, পিয়ামাধুরী মজুমদার, ধ্রুব নাথ, তাপস কান্তি পাল, হিমাদ্রি প্রসাদ দাস, হামসারাই রিয়াং, কোয়েল দেববর্মা, মিনা কুমারী দেববর্মা, রাম প্রসাদ সেমবল, প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা, নীলা কুমার জমাতিয়া, তাপস দেব, প্রাণ কৃষ্ণ দাস এবং নির্মাল্য চন্দ।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব থানার লকআপে কয়েদির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গতকালই ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ রাজ্য পুলিশ ওই ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানার কর্তব্যরত দুই পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করেছে। ডিউটি অফিসার সঞ্জিত দেববর্মা এবং কনস্টেবল বিশ্বজিৎ পালকে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিকে, আগামী দিনে ওই ঘটনায় আরও পুলিশ কর্মীর উপর কোপ পড়তে পারে বলেও ধারনা করা হচ্ছে।

থানার লকআপে মৃত্যু

বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি বিরোধী দলনেতার, সুদীপ চাইলেন নিরপেক্ষতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। থানার লকআপে এটিএম হ্যাক কাণ্ডে সন্দেহভাজন অপরাধীর মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাইলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর সাফ কথা, উদয়পুরেও একইভাবে লকআপে মারধোরের ফলে কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে কোন বিচার হয়নি। তাই, সুশান্ত ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের বদলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হোক চাইছি। সাথে তিনি যোগ করেন, যে থানায় ঘটনাটি ঘটেছে সেখানের কর্মীদের না সরিয়ে তদন্ত হলে তাতে কোন লাভ হবে না। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের এক মুহূর্তও থানার দায়িত্বে রাখা উচিত হবে না। এদিকে, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ওই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি চাইছেন, তদন্তে কোনও ভাবেই যেন প্রভাব খাঁটানো না হয়।

গত শনিবার রাতে পশ্চিম আগরতলা থানায় এটিএম হ্যাক কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ধৃত সুশান্ত ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে মামলা করেছে। সুশান্তর পরিবারের দাবি, থানায় তাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ নিজেকে বাঁচাতে আত্মহত্যার গল্প সাজিয়েছে। এদিকে, গতকালই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ সকালে লঙ্কামুড়া ঘোষপাড়ায় সুশান্তের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধীদলনেতা মানিক সরকার। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, থানার লকআপে একজন সন্দেহভাজন কয়েদির মৃত্য অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর কথায়, সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে তাতে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে বলে মনে করি। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, লকআপের ভিতরে কিভাবে একজন কয়েদি ফাঁসি দিতে পারল তা বোঝা বড় দুস্কর।

তিনি বলেন, এধরণের ঘটনায় নিয়ম কানুন পদ্ধতি মেনে পদক্ষেপের ব্যবস্থা রয়েছে পুলিশে। তাতে তদন্ত হবে. অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি পাবে। কারণ, পুলিশের হেফাজতে থেকে মৃত্যু, জবাব তাদের দিতে হবে। তবে, পশ্চিম আগরতলা থানায় কর্মীদের না সরিয়ে তদন্ত হলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে এমনটা মানুষ বিশ্বাস করবে না। তাঁর সাফ কথা, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের এক মুহূর্তও থানায় রাখা উচিত নয়। তিনি বলেন, সুশান্তের পরিবারের সাথে কথা বলে বুঝেছি, তাঁরা পুলিশের উপর আস্থা হারিয়েছেন।

তিনি ত্রিপুরা সরকারকে নিশানা করে বলেন, ত্রিপুরায় আইনের শাসন নেই আগেও বলেছি। এখনো একই কথা বলছি। তাঁর কথায়, এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত দিয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ, উদয়পুরেও একইভাবে থানার লক আপে মারধোরের ফলে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে কোন কিনারা হয়নি, তোপ দাগেন মানিক সরকার। তাঁর দাবি, সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের বদলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দেওয়া হোক। কারণ, থানার লক আপে একের পর এক ঘটনা ঘটবে। কিন্তু, কোন বিচার হবে না, তা মেনে নেওয়া যায় না।

এদিকে, থানায় সিসিটিভি নিয়েও বিদ্রুপ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কটাক্ষ, রাস্তার মোড়ে সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে। কিন্তু, থানায় সিসিটিভি থাকবে না তা খুবই অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী : সিপিএমের সাথে মিলে কংগ্রেস অস্থিরতা কায়েমে প্ররোচনা দিচ্ছে, অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে ছায়া জোট রয়েছে তা এবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস ও সিপিএমকে নিশানা করে বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের দাবি, ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিরোধীরা প্ররোচনা দিয়ে অস্থিরতা কায়েম করতে চাইছে। তাই, শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে কংগ্রেস সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে গতকাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারকে একমাসের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এবিষয়ে নবেন্দু বলেন, বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অনেক বাম অনুরাগী রয়েছেন। তারা বামেদের সাথে মিলে প্ররোচনা দিয়ে ত্রিপুরায় অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। তিনি বীরজিৎ সিনহাকে কটাক্ষ করে বলেন, ব্রু শরণার্থী সমস্যা নতুন নয়। কেন্দ্রে ও মিজোরামে কংগ্রেস সরকার এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মিত্র সরকার থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ব্রু শরণার্থী সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ব্রু শরণার্থীদের নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে।

নবেন্দু'র দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে পদক্ষেপ নিচ্ছে। তেমনি,

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরায় বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারও ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার ব্রু শরণার্থীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্র ও মিজোরাম সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে চাইছেন। কারণ, ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা এবং জাতি উপজাতির মধ্যে মেলবন্ধন অটুট রাখার ক্ষেত্রে ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানও খুবই জরুরি।

নবেন্দু'র অভিযোগ, সিপিএমের প্ররোচনায় কংগ্রেস রাজ্যের শান্তির পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে। তাই, ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে হুমকি দিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। তাঁর দাবি, ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস কখনই সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। কিন্তু, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল এই ইস্যুতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এদিকে, ডম্বুর জলবিদ্যুৎ এলাকার সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করল বিজেপি। তিনি বলেন, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের আমলে ডম্বুল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। ওই সময় সেখানকার জনজাতিরা উচ্ছেদহন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করেনি। শুধু তাই নয়, বীরজিৎবাবুরা যখন রাজ্যের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বরখাস্ত পাম্প অপারেটে

১৫ দিনের মধ্যে পুনর্বহালের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মন্ত্রীর সুপারিশে বরখাস্ত পাম্প অপারেটরকে ১৫ দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তালপাত্র এই রায় দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথ বলেন, ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার নোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের পাম্প অপারেটর উত্তম দেবকে খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সুপারিশে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ১৮ নভেম্বর এক চিঠি দিয়ে তাকে বরখাস্তের পাশাপাশি জয়জিৎ মণ্ডলকে নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, উত্তম দেব-কে পাম্প অপারেটরের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ওই পদক্ষেপের বিরোধিতায় উত্তম দেব ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন, বলেন বিপ্লব দেবনাথ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের আয় দ্বিগুণে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় এম জি এন রেগায় কৃষি, বনায়ন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ সহ যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য জনপ্রতিনিধি, জেলাশাসক, বিডিও, পঞ্চায়েত সচিব ও রেগা প্রকল্পে নিযুক্ত সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এম জি এন রেগায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব দিতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাগৃহে ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৮টি জেলা, ৫৮টি ব্লক, ১১৭৮টি ভিলেজ ও পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় মোট ৬ লক্ষ ১২ হাজার জবকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এরমধ্যে জনজাতি অংশের রয়েছেন ৪১.৬১ শতাংশ এবং তপশিলী জাতি অংশের রয়েছেন ১৭.৫৩ শতাংশ। তিনি আরও জানান, এম জি এন রেগায় ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বনায়ন, পুকুর খনন, সেচ, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, চেকড্যাম নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, মৎস্যচাষ, কৃষি, উদ্যান সহ ৩৯, ৫৯৯টি কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য এখন পর্যন্ত মোট ৫৯৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও রেগায় ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪ হাজার ৬৬৯ হেক্টর প্ল্যান্টেশন, বাঁশ চাষ ৮৮৭ হেক্টর, রোড সাইড প্ল্যান্টেশন ৪৩৫ কিমি, নদীর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবিধানকে অবহেলা করা হচ্ছে, বিরোধীদের বৈঠকে কেন্দ্রকে আক্রমণ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। সংবিধানকে অবহেলা করা হচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামোর অপব্যবহার করা হচ্ছে। দিল্লিতে বিরোধীদের বৈঠকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে একথা বলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

সিএএ-র বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ এবং আগামী পদক্ষেপ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এই বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'দেশে যা হচ্ছে, তা নিয়ে নিজেদের মত বিনিময় করার জন্য এই বৈঠক। কেন্দ্রীয় সরকার নিপীড়ন আর শোষণের নীতি নিয়েছে। মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। বিভাজন ঘটাচ্ছে। গোটা দেশে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।'

সংবিধানকে অবহেলা করা হচ্ছে বলেও তোপ দাগেন সনিয়া। বলেন, 'প্রশাসনিক কাঠামোর অপব্যবহার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। তাঁরা পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করছেন এবং উস্কানি দিচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশে আমজনতাকে হেনস্থা করা হচ্ছে।' ছাত্র ও যুবসমাজকে নিশানা করা হচ্ছে বলেও আক্রমণ করেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী। তিনি বলেন, 'দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ চলছে। অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ব্যুমেরাং হয়ে গিয়েছে। এবার কয়েকমাসের মধ্যে এনপিআর শুরুর চিন্তাভাবনা চলছে। তবে অর্থনীতিতে ধস, উন্নয়নের ভাঁটা বা শিল্পে মন্দা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। দেশের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। বাড়ির পাশেই রাবার বাগানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। তার নাম রিপন শীল(২৯)। মৃতার এক ভাইয়ের অভিযোগ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলার কারণেই রিপন আত্মহত্যা করেছেন। বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুরে ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মৃতের ভাই জানান, নয় বছর আগে কলকলিয়া এলাকার সুপ্রিয়া ভৌমিকের সাথে রিপন শীলের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর কিছুদিন সংসার ভালোই কেটেছে তাঁদের। কিন্তু, কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা। মৃতের ভাই দাবি করেন, বিয়ের পর রিপন নিজ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অন্য আরেকটি বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন।

তিনি বলেন, ইতিপূর্বে একবার রিপন বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তখন তাকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা হয়েছিল। সুস্থ হয়ে তিনি নিজ বাড়িতে চলে যান। এদিকে, কিছুদিন পরপরই ঝগরা করে রিপনের স্ত্রী তার বাবার বাড়িতে চলে যেতেন। বেশ কয়েকবারই এরকমভাবে বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী। মৃতের ভাই বলেন, রিপনের বিয়েতে একটি গাড়িও দান করার কথা ছিল। তবে কিছুটা দেরি হলেও রিপনের শশুর বাড়ি থেকে একটি অটো কিনে দেওয়া হয়েছিল। রিপনের স্ত্রী এই অটো নিয়েও প্রায়সময় তাকে কথা শুনাতেন। এমনকি রিপনের পরিবারও যদি এই অটোতে চড়তেন তা নিয়েও কথা শুনতে হত রিপনকে। এক কথায় তার স্ত্রী এবং শশুর বাড়ির সদস্যদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মকর সংক্রান্তি : গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরের উঠানে আলপনা আঁকা নিয়ে ব্যস্ত গৃহিণীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে উঠানে আলপনা আঁকার রেওয়াজ ধরে রেখেছেন লঙ্কামুড়ার গৃহিণীরা। আদিকাল থেকে পৌষ মাসে সংক্রান্তিতে উঠানে আলপনা এঁকে তাতে হরির নামে লুট দেওয়া এক প্রথা, তা প্রতি বছর তাঁরা পালন করছেন। জানালেন লঙ্কামুড়ার বাসিন্দা নিবেদিতা কপালি। তাঁর কথায়, শহরাঞ্চলে সাধারণত এই রেওয়াজ প্রায় উঠেই গিয়েছে। কিন্তু, মকর সংক্রান্তি গ্রামাঞ্চলে আমরা প্রতি বছর উৎসাহের পালন করছি।

এদিন, লঙ্কামুড়ায় অধিকাংশ বাড়িতে গিয়ে দেখা উঠানে সুদৃশ্য আলপনা আঁকা হয়েছে। নিবেদিতা

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বাড়ির উঠানো গৃহিনীরা আলপনা আকছেন। ছবি- নিজস্ব।

কপালি বলেন, পূর্বজরা আমাদের হাতে ওই রেওয়াজ তুলে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের সাথে থেকেই আলপনা আঁকার হাতেখড়ি হয়েছে। তাই, পূর্বজদের ফেলে যাওয়া ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে চাইছি না। তাঁর কথায়, এই অঞ্চলে প্রত্যেকের বাড়িতেই মকর সংক্রান্তি উৎসাহ নিয়ে উদযাপন করা হয়।

তিনি বলেন, সংক্রান্তির সপ্তাহখানেক আগেই আমরা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেই। কারণ, উঠানে আলপনা আঁকার জন্য ভাল প্রস্তুতি না হলে আলপনা ফুটিয়ে তুলে যায় না। তাঁর কথায়,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে আনন্দনগরে স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ঘণ কুয়াশার কারণে রবিবার রাতে আনন্দনগর মেলা থেকে ফেরার পথে স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১ ব্যক্তির অপর এক আরোহী গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ব্যক্তির নাম বিষ্ণুপদ ঘোষ পিতা সুবোধ চন্দ্র ঘোষ বাড়ি আগরতলা পশ্চিম ডুকলী এলাকায়। রবিবার রাতে আনন্দ নগর মেলাতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেড় হয় বিষ্ণু ঘোষ কিন্তু পথের মধ্যে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে জানান মৃত বিষ্ণু পদ ঘোষের ভাই। খবর পাওয়া মাত্র তিনি জিবি হাসপাতালে ছুটে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৯৬ ▫ ১৪ জানুয়ারি ২০২০ইং ▫ ২৮ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

লকআপে রহস্যমৃত্যু

পুলিশ অধীনে থাকিলেও নিরাপত্তা নাই। শনিবার পশ্চিম থানার লক আপে এক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জনমনে এই গুরুতর প্রশ্নটি উঠিয়াছে। এটিএম প্রতারণা কান্ডে জড়িত সন্দেহে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল আগরতলা লঙ্কামুড়া এলাকার সুশান্ত ঘোষকে। আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে নিবার পর শনিবার রাতে রহস্যজনক মৃত্যু হয় তাঁহার। রবিবার সকালে পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের মৃত্যুর খবর জানাজানি হইতেই সর্বত্র চাঞ্চল্য ছড়াইয়া পড়ে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে খুন বলিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলিয়াছেন মৃতের পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশের পরও পরিস্থিতি উত্তপ্তই থাকিয়া যায়। থানার লকআপে মৃত্যুর কারণে পুলিশের উপর ক্ষোভ আছড়াইয়া পড়ে। ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বর্ডার গোলচক্কর এলাকাতে আক্রান্ত এক পুলিশ কর্মী। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি'র কর্মী অসীম মজুমদারকে মারধর করিয়া মাথা ফাটাইয়া দেন বর্ডার গোলচক্কর এলাকার একাংশ উত্তেজিত জনতা। বিভিন্ন স্থানে মৃতের পরিবার হামলা ইত্যাদি চালাইয়াছেন বলিয়া পুলিশ দাবী করিয়াছে। স্পর্শকাতর এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।

পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। দুষ্টের দমন করার অর্থ এই নয় যে পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের রহস্য মৃত্যু ঘটিবে। তর্কের খাতিরে ধরিইয়াই নেওয়া গেল অভিযুক্ত ফাঁসী বা অন্যভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুলিশ দায় এড়াতে পারে না। অভিযুক্ত লকআপে ফাঁসীতে আত্মহত্যা করিল কিভাবে? সেখানে প্রতিনিয়ত পুলিশের নজরদারী থাকিবার কথা। পুলিশ হেফাজতে কোনও অভিযুক্তের থাকা মানেই তাহার জীবনরক্ষা নিশ্চিত করার দায় পুলিশের। কোনওভাবেই অভিযুক্তের প্রাণ হানির ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পুলিশ হেফাজতেও অনেক অভিযুক্তের গুলিতে মৃত্যুর নজীর আছে। পালাইয়া যাওয়া কিংবা মারমুখী আচরণ করা ইত্যাদির কারণে পুলিশের হেফাজতেও অভিযুক্তের মৃত্যুর খবর আছে। পশ্চিম থানার লকআপে অভিযুক্তের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় তো নানা প্রশ্ন উঁকি দিয়াছে। পুলিশের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতার জায়গায় তো প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইল। এমন পুলিশ হেফাজতে কোনও আসামীর থাকিবার বিষয়টিও তো খুব বেশী প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়াইল? প্রশ্ন অভিযুক্তের নিরাপত্তার। অভিযুক্ত হইলেই অপরাধী এমন নহে। এমনও দেখা গেছে অনেক নির্দোষ ব্যক্তি আদালত হইতে ছাড়া পাইয়াছেন। সুতরাং দোষি সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্তের প্রতি পুলিশকে যথাযথ আচরণ করা উচিত। কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তি পুলিশী নির্যাতনের শিকার হইয়াছেন। গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ লকআপে নিতে পারিলে পুলিশের ভূমিকা কি হয় তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তুই তোকারি হইতে শুরু করিয়া মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলে নির্বিবাদে।

পুলিশ পুলিশেই রহিয়া গিয়াছে। পুলিশের ভূমিকা যেন এখন এইরকম শিষ্ঠের দমন ও দুষ্টের পালন। একথা কি অস্বীকার করা যাইবে থানাগুলিই আসলে অপরাধ জগতের মূল হুতা। অপরাধ জগতের লোকদের সঙ্গেই তো থানার উঠাবসা। তাহারই তো মোটা টাকা উপঢৌকন দিতে পারে। অপরাধ দমন নয়, অপরাধ জগতের সঙ্গে পুলিশের সখ্যতা তো চিরকালীন। যতদিন থানাগুলিকে অপরাধ মুক্ত করা না যাইবে ততদিন পুলিশের উপর মানুষের ভরসা বাড়িবে না বরং কমিবে? পারতপক্ষে সাধারণ মানুষ পুলিশের দ্বারস্থ হইতে চায় না। কারণ নির্যাতীতা পুলিশের কাছে বিচার পাইবে না। অর্থশক্তিতে বলিয়ান অপরাধীর অঙ্গুলী হেলনেই পুলিশকে চলিতে হয়। ইংরেজ আমলে পুলিশের যে নৃশংস চরিত্র ছিল এই স্বাধীন ভারতে সেই পরিস্থিতির সামান্যও পরিবর্তন হয় না। থানা লকআপে একজন আসামীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনাকে কোনও ভাবেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। পুলিশ বরাবরই ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গুলী হেলনে চলিয়া আসিয়াছে। অতীতে দেখা গিয়াছে রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে. পুলিশ ক্ষমতাসীন সরকারের লেবেল বাহিনীর মতো কাজ করিতেও দেখা গিয়াছে। পুলিশ লকআপে অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত দরকার। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের উপর সাধারণের তেমন আস্থা নাই। থানার লকআপে অভিযুক্তের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল রাজ্যের পুলিশ কোথায় আছে? এই ঘটনা গোটা পুলিশ প্রশাসনকেই গুরুতর প্রশ্নের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল নেওয়ার বিষয়ে চিনকে সতর্ক করল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, যদি তারা ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল নেওয়া বন্ধ না করে, তবে আমেরিকা তাদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হবে। রবিবার মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্টিভেন টি মানুচিন বলেন, তিনি এই বিষয়ে চিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় করা হচ্ছে। ইরান থেকে অবিলম্বে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চিনকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর আমন্ত্রণে চিনের সংশ্লিষ্ট কর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল আমেরিকা পৌঁছেছিল। এই প্রতিনিধি দল আশ্বাস দিয়েছে, চিন তাদের সমস্ত তেল সংস্থাকে ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল নেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেন, ইরান অপরিশোধিত তেলের উপার্জনের অর্থ ''খারাপ কাজগুলিতে'' ব্যবহার করছে, যা যুক্তরাষ্ট্র মোটেই পছন্দ করে না। তিনি আরও বলেন, চিনের পাশাপাশি কিছু ইউরোপীয় দেশও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার মূল্য দিতে হতে পারে।

কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশের জন্য চালু হল 'ড্রেস কোড'

বারাণসী, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বারাণসীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশের জন্য এবার রাখা হল 'ড্রেস কোড'। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে এবার থেকে প্যান্ট শার্ট পরে আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যাবে না।মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে হলে পুরুষদের অবশ্যই পরনে থাকতে হবে ধুতি ও পাঞ্জাবি। মহিলাদের ক্ষেত্রেও বেশকিছু নতুন নিয়ম রয়েছে। শাড়ি ছাড়া মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ একেবারে নিষেধ। কাশী বিদ্দত পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল ১১টা পর্যন্ত গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো করা যাবে। প্যান্ট শার্ট সহ অন্যান্য পশ্চিমি পোশাক পরনে থাকলে মন্দিরে ঢুকতে পারলেও গর্ভগৃহে ঢোকা যাবে না। যদিও পরিষদের ঘোষিত এই ড্রেস কোড কবে থেকে চালু হবে তা এখনও জানানো হয়নি।

অনন্তনাগে আচমকা সিআরপিএফ বাঙ্কারে জঙ্গি হামলা, জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি

অনন্তনাগ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার অনন্তনাগ জেলার সরনাল এলাকায় জঙ্গিরা আচমকা সিআরপিএফ বাঙ্কারে থাকা জওয়ানদের উপর আক্রমণ করে। এসময় সিআরপিএফ কর্মীরা সন্ত্রাসবাদীদের উপর গুলি চালায়। দুপক্ষ থেকে শুরু হয় গুলির লড়াই। ভারতীয় জওয়ানদের গুলিবর্ষণের মধ্যে জঙ্গিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। যদিও এই আক্রমণে কোনও ক্ষতি হয়নি। হামলার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকাকে ঘিরে ফেলে সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। শেষ খবর পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলছে এবং কোনও সন্ত্রাসবাদী ধরা বা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো

বারিদ বরণ ঘোষ

বেদে দেবতারা রয়ছেন, মানুষেরা রয়েছেন, আর রয়েছেন দেবতা আর মানুষদের প্রায় মাঝামাঝি রূপ সাধু সন্ন্যাসীর। তাঁর কী পরিধান করচেন, কারও কি জানা রয়েছে?কোনও তথ্যসমৃদ্ধ লেখাজোকায়? কারও সমৃদ্ধ স্মৃতিতে?

ভারতের মতো পৃথিবীর সব দেশেই সাধুসন্তরা আছেন, সন্ন্যাসীরা আছেন, তাঁদের সবারই বসন কি একই রকমের এবং একই রঙের? পাণ্ডবদের জন্য যখন বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস নির্দিষ্ট হয়েছিল---তখন তাঁদের পরনে কী ঠিল?

রামচন্দ্রকে যখন চোদ্দা বছরের জন্য বনবাসে পাঠানো হল, তখন তাঁর পরনে কী রঙের কাপড় ছিল? এসব প্রশ্নের উদ্রেক যত দ্রুত হয়, নিষ্পত্তি তত দ্রুত হয় না। বলা একটু মুশকিল হলেও, দেখি আসান করা যায় কি না।

আমাদের দেশে সাধু-সান্ন্যাসীদের পরনে সাধারণ দেখা যায়, একটা লালচে ধরনের পোশাক (অবশ্য রংহীন সাদা বস্ত্রও অনেক সম্প্রদায় পরে থাকে)। আমরা দেখি যে, রঙের কাপড় সন্ন্যাসীদের পরনে---তাঁকে কেউ বলেন, 'গেরুয়া', আবার কেউ বলেন 'কাষায়'। 'গেরুয়া' কথাটির আদিতে আছে 'গিরি' শব্দটি, যার আসল মানে আমরা প্রায় সকলেই জানি---পর্বত, পাহাড় ইত্যাদি। এরা আবার রঙের দিক থেকে প্রধানত দু'জাতের---কালো এবং মোরামের মতো লাল কাঁকুরে বা পাথুরে। এই লাল কাঁকরওয়ালা পাথরের যে রং, তাকে গ্রাম্য ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'গিরিমাটি' বা গেরিমাটি'। এইরকম রঙে ছোপানো বা রঙের সুতো দিয়ে বোনো কাপড়কে বল াহয় 'কাষায়'। হয়তো এটা, যাকে 'গেরুয়া' বলা হয়, সাধুভাষায় তাকেই বলা হয়, 'গৈরিক'। আর একটা শব্দ আছে।---তারকথা আমরা কম মানুষই জানি 'গবেরুক'। এইরকম রঙের গরুর কথা বলা হচ্ছে কি না, বলতে পারছি না। গিরিমাটি হলখনিজ বা পাথুরে একটা বিশেষ রং,তার সঙ্গে গরুর সম্পর্ক স্তাপন খুব সাধু ব্যাপার হতে পারে কি?

আর যদি 'কাষায়' বলি---তবে একটু ধন্দে পড়তে হবে। 'কষা' থেকে যদি এর ব্যুৎপত্তি ঘটে থাকে, তবে একটা স্বাদ বোঝাবে, রং নয়। হতে পারে, কোনও গাচের পাতার রং এমনতর গেরুয়া মতো,তার কষের স্বাদের কথা বলা হচ্ছে। সেই রঙের কাপড়ই সন্ন্যাসীবর্গ পরে থাকেন। গেরুয়া শব্দটির মধ্যে একটা সাধারণ ধর্ম আছে, 'কাষায়' যেন পবিত্রতর এবং সাধুত্বের ছাপবর। এছাড়াও আরও দুটো শব্দ আছে। 'চীর' আর 'চীনাংশুক', 'চীর' হল চীবর,মানে চলতি বাংলায় যাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং সাধুভাষায় যাকে বস্ত্রখণ্ড বলে, তাই-ই। 'চীনাংশুক' কথার সঙ্গে 'চিন দেশ' এবং 'অংশু' শব্দের সঙ্গে তন্তু বা আঁশ অথটি জড়িয়ে।

দেবতা-মানুষ-সন্ন্যাসী—কেউ-ই বেদের আমলে গৈরিক পরতেন না। তেমন উল্লেখ পাইনি। রামায়ণের রামচন্দ্র , এবং তাঁর দেখাদেখি সম্ভবত তাঁর লক্ষ্মণ ভাইটিও চীর বস্ত্র, অর্থাৎ পুরনো ব্যবহৃত কাপড় পরেছিলেন, যাকে শ্বেতাম্বরই বলা ভাল। পঞ্চ পাণ্ডবও তাই, এবং স্বভাবতই মাতা কুন্তীও। অর্থাৎ, প্রাচীন ভারত 'গেরুয়াধারী' ছিল না।

চিনের খবর টবর যা পেয়েছিস

তাতে জানা গিয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকে তাঁরা গেরুয়াবস্ত্র পরতেন। যদিও চিনামাটি প্রধানত শ্বেতবর্ণের। প্রাচীন মুনি -ঋ,রিা বাকল পরতেন, অর্থাৎ, গাছের ছাল। মেয়েরাও বল্কধারিণী ছিলেন। অশোক ইত্যাদি কালে চিন দেশের বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পোশাক গেরুয়া বর্ণ হওয়ার সুবাদে গেরুয়া বস্ত্র সন্ন্যাসীদের কপিরাইট। অবশ্য 'কপিরাইট' হয়ে গিয়েছে---তিল তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে এমন দিব্যি কাটতে পারি না।

কিন্তু সন্ন্যাসীবর্গ হঠাৎ করে এই 'গিরি' মাটির মানুষ হয়ে উঠলেন কেন জানি না, সম্ভবত তাঁদের আচরণের মধ্যে 'ত্যাগ' ধর্মটিই মহত্বধারী হয়ে দেখা দিয়েছিল বলে। লাল যেমন বীরত্ব শৌর্যের প্রতীক, নীল যেমন অসীমতার, সবুজ যেমন প্রাণন এবং যৌবনের ভাববাহী— গেরুয়া রংকে সমাজ ত্যাগের মর্যাদামণ্ডিত করেছে। সন্ন্যাসীরা শুধু সংসার ত্যাগ করেন না, জীবনের বহুবিধ সুখদ বস্তুকে পরিত্যাগ করে থাকেন। গেরুয়া কাষায় তাই ত্যাগের প্রতীক। এই ত্যাগ মহান হয়ে উঠেছে আধুনিককালে, বীরত্বের সঙ্গেই। এই বীরত্ব ক্রোধের প্রতিনিধি হয়। মানুষ রেগে গেলে, তার চোখ ক্রমশ লাল হয়---'চোখ রাঙানো' কথাটা ভাল অর্থে বলাই হয় না, মন রাঙানোর একেবারে বিপরীতার্থক একটা ব্যাপার। এই কথাগুলো লেখামাত্রই কাষায় রংটি কেমন হয়, তার একটা আভাস পেয়েচি এই রাঙা চোখের সাদু প্রয়োগে---'রোষকষায়িত নয়ন'। এখানে দেখুন, চোখ-রাঙানির রংটিকে আমরা 'কষায়' বা কাষায়' শব্দের সঙ্গে জনিত দেখতে পাচ্ছি।

মূল রং সাতটি। তাদেরকে আমরা বেনীআসহকলা ' বলে থাকি। 'গেরুয়া' নামের রংটি এতখানি আবশ্যিক হলেও, তাকে রঙের আসন আমরা দিইনি। এমনকী, একে একটা 'মিশ্রিত' রং ভেবেছি বলেই বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল ইত্যাদির মতো একক রঙের অবস্থান পর্যন্ত দিতে পারিনি। ইংরেজিতে গেরুযাকে বলা বয়েয়ে—(রেড অকার)।

নামটা আমার খুব ভাল লেগেছে। লাল নয়, কিন্তু কোথাও লালচে ভাব আছেই। দেশে গিরিমাটি বা গেরিমাটির সহজপ্রাপ্যতার কারণে গেরুয়া রঙে কাপড় রাঙানো সহজ ছিল। এই রংটির সঙ্গে জানুয়ারি যাঁদের জন্মমাস, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেং স্বামী বিবেকানন্দর পোশাক ও জীবনসতোর কোথায় যেন একটা সংযোগ আছে মনে হয়েছে। আমরা ানেকেই জানি না, সুভাষচন্দ্র ছাত্রাবাস্থায় একবার বানি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর স্কুলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। কৃষ্ণনাগরিক এই মানুষটি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তিনি ও সুভাষচন্দ্রর সঙ্গেই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পোশাকও সেইমতো। 'গেরুয়া' লালজাত বলে বীরত্ব প্রকাশকও। একটু বিশদে বিচার করলে দেখা যাবে, সুবাষচন্দ্রর সে সময়ের মাস্টারমশাই ছিলেন ওড়িশা আগত বেণীমাধব দাস—প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক বীণা দাসের পিতা। বেণীমাধব সাধু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে গেরুয়ার এই ত্যাগধর্মিতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর দেশের জন্য, তাঁরত্যাগের কথা বলার জন্য, কাগজ কলম বা ধ্বনি বিবর্ধক যন্ত্রের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

জীবনকেই তো ত্যাগের বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন তিনি। স্বামীজিরকথা পরে বললাম এই জন্যই, তিনি যদি সামনে আদর্শস্বরূপ হয়ে উপস্থিত না থাকতেন, সুবাষচন্দ্রকে, পূর্ণমানবের প্রতিভূ হিসেবে আমরা পেতাম কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। যৌবনের আবেগে সুবাষচন্দ্র যখন কিছুটা ভ্রষ্ট, তখন তাঁকে পথ দেখিয়েছিল স্বামীজির আদর্শ---এ কথা তিনি তাঁর আত্মকথা 'ভারতপথিক' গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখে গিয়েছেন। স্বামীজি বেলুড় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাধু সন্ন্যাসীর গোত্রভুক্ত করেছিলেন নিজেকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণর আলাদা করে পোশাকের প্রয়োজন হয়নি। জীবনকে তিনি এতখানিই বর্ণময় করে রেখেছিলেন যে, তিনি স্বরূপেই জীবৎকালে অতিবাহিত করেছিলেন। চৈতন্যদেব নিদে কাষায় বস্ত্রধারণ করতেন, পুরীতে তার সঙ্গী ছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী---রামানন্দ রায়, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদর—তাঁদের মধ্যে দামোদর গেরুয়া বস্ত্র পরিধান না করে সাধারণ বাঙালির সাদা ধুতি উত্তরীয় নিয়েই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তিনি বস্ত্রে রূপ পরিবর্তন না করে স্বরূপে থাকতেন বলেই নাম হয়েছিল 'স্বরূপ' দামোদর। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও ছিলেন 'স্বরূপ' রামকৃষ্ণ। স্বামীজি ভারতের জনমানসে সন্ন্যাসী স্বরূপে জাগ্রত, জীবিত। তাই তিনি কাষায় বস্ত্রধারী। ওই পোশাকটি অঙ্গে অঙ্গভূষণ হয়েছিল বলেই, শিকাগো মহা ধর্মসম্মেলনে বাজিমাত করতে পেরেছিলেন। আজ সেই বক্তৃতার ১২৫ বছর পার হয়ে গেল, ওই ত্যাগমূর্তি আর বীরমূর্তির সমন্বয় তো আমরা আর দেখলাম না। সাধারণ মানুষ তাঁকে গেরুয়াধারী, ত্যাগী বলেই জানেন রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ যখন সন্ন্যাসী হয়ে যান, তখন কী ঘটে যেতে পারে? দেখেছেন ভারতকে? দাদার খড়মজোড়া চেয়ে এনে সন্ন্যাসীর মতোই তিনি রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। আমাকে কেউ ভারতের ছবি আঁকতে বললে আমি তাঁকে অবশ্যই গেরুয়াধারী রূপে এঁকে বসব। সাধে কি দশরথ তাঁর চার ছেলের মধ্যে ভরতের সম্পর্কে বলেছিলেন—'রামাদপি হি তং মন্যে ধম্ম'তো বলবত্তরম'---আমি ধর্মবিষয়ে তোমাকে রামের চেয়েও বলবান বলে মনে করি।

আর একটি ক্ষমতালোভী মানুষকে সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেন রামদাস—যাঁর আর একটি নামের কথা আমরা অনেকেই জানি না, তিনি 'সমর্থ'। সত্যিই তো তাই, তিনি গেরুয়াধারী সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে একদা বলেছিলেন---'ধবজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন---দরিদ্রের বল' শিবাজিকে দিয়ে বলেছিলেন রামদাস স্বামীর উদ্দেশে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলো আমাদেরমনে অনুকরণ জাগায়। সেখানে সেতারার দুর্গভালে বসে শিবাজি একদিন তাঁর গুরুকে দেখেছিলেন---রামদাস, গুরু তার ভিক্ষা মাদি দ্বার দ্বার ফিরিছেন যেন অন্নহীন।

শিবাজির মনে জেগেছিল---'কতখানি দিলে তবে ভিক্ষাঝুলি' পূর্ব হবে। একটি চিঠি গুরুকে লিখে বালাজির হাতে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আর সেই গুরু চলেছেন গেয়ে, 'হে ভবেশ, হে শংকর,/ সবারে দিয়েছ ঘর,/ আমারে দিয়েছ শুধু পথ'। চিঠি পড়ে তিনি দেখলেন শিবাজি তাঁকে রাজ্য-সহ সব কিছু সমর্পণ করেছেন। মনে মনে হাসলেন তিনি। গুরু এসেছেন কাছে। গুরু সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে নিজের গেরুয়া উত্তরীয়র অংশবিশেষ ছিঁড়ে দিলেন---''বৈবাগীব উত্তরীয়/পতাকা করিয়া নিয়ো'/ কহিলের গুরু রামদাস''। সন্ন্যাসীর এই গেরুয়া উত্তরীয় এক ক্ষমতালিপ্সু অহংকারী রাজাকে পরিণত করেছিল 'গেরুয়া' মহারাজে। সাধারণ মানুষ থেকে ধ্বজাধারী মহারাজ—সবাই প্রণত এই 'গেরুয়া' বর্ণের মহিমান্বিত ত্যাগের দীক্ষায়।;

সেই কবে কৃষ্ণ বিরহে বিরহিনী রাধারানি 'বিরতি আহারে/ রাঙাবাস পরে/ যেমতি যোগিনী পারা'—মেয়েরাও গৈরিক বসন ধারণ করতেন। আর আধুনিক সময়ের শচীন সেনগুপ্ত তাঁর 'গেরিক পতাকা' নাটকের (প্রথম প্রকাশ ২০ আষাঢ় ১৩৩৭) ভূমিকাতে লিখেছেন, ''মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি তরুণ বাঙালির প্রাণে যে প্রেরণা দেয়, তাই অবলম্বন করে আমি গৈরিক পতাকা' রচনা করলুম''। নাটকে দেখছি শিবাজির মা জিজাবাইকে রামদাস বলছেন 'ভারতের ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা বৈরাগ্যের প্রভাবে শক্তির অপচয়? ঐশ্বর্যের অপচয় দেখনি? আর সিবাজিকে বলেছিলেন, 'তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি।' তারপরেই শিষ্যের হাত থেকে গৈরিক পতাকাটি তুলে নিয়েছিলেন। আর শিবাজি বলেছিলেন আজ থেকে ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক এই গৈরিক পতাকাই হোক মহারাষ্ট্রে জাতীয় পতাকা''।আমরা বলি, পৃথিহীর সমস্ত রাষ্ট্রে পতাকা হোক এই ত্যাগের প্রতীক।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

ত্যাগ ও তিতিক্ষার উদ্দীপন

জয়ন্ত ঘোষাল

একজনের কে গামলা রং ছিল । অনেকে তার কাছে কাপড় রং করাতে আসত। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, ওহে, তুমি কী রঙে ছোপাতে চাও? একজন হয়তো বললে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলত, এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়। আর একজন হয়তো বললে, আমার হলদে রঙে ছোপানো চাই। অমনি সেই লোকটি সুনির্দিষ্ট আর একটা গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতে, এই লও, তোমার হলদে রঙে ছোপানো কাপড়। নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায়ডুবিয়ে সেই এক কথা, এই লও, তোমার নীল রঙে ছোপানো কাপড়। এভাবে যে-রঙে যে ছোপাতে চাইবে, তার কাপড় সে-রঙে হয়ে যাবে।

একজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, কী হে, তোমার কাপড় কী রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে বললে, ভাই, তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সেই রং দাও। এটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' -র এক সাধারণ গল্প। আসলে,জলের তো কোনও বং নেই। আমাদের চেতনার রঙেই পান্না সবুজ হয়, চুনি হয় রাঙা'। বড় ভাল লাগে, যখন ভাবি, আমার চোখ এই পৃথিবীকে সাদা-কালোতে নয়, রঙিন ইস্টম্যানকালারে দেখছে। রেটিনা লেনস স্নায়ুতন্ত্র করে যে ঠিক করল, এ হল গৈরিক বসন পরিহিত কোনও সন্ন্যাসীকে দেখি, তা সে-সন্ন্যাসী গ্রীষ্মের দাবদাহে দ্রামের শিবমন্দিরের চাতালের ছায়ায় শুয়ে থাকা-ই হোন, আর বাঘের ছালে উপবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দর রহিন ছবিই হোক, হৃদয়ের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জুড়ে জেগে ওঠে এক শ্রদ্ধার ভাব। প্রণাম করি রক্তমাংসের ব্যক্তিকে নয়, সে গৈরিক-কে।

সভ্যতার ইতিহাসে এই গৈরিক বসনের প্রাসঙ্গিকতা তাই সুপ্রাচীন। খ্রিস্টান পাদরিরা সাদা পোশাক পরিধান করেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মেও গেরুয়া রঙের ইতিহাস সুবিদিত। ছোটবেলায় মনস্তত্ত্বের কোনও এক বইতে একটা রঙিন ছবি দেখে একদা শিউরে উঠেছিলাম। একঝাঁক গৈরিক সন্ন্যাসী কমলা রঙের দাউদাউ আগুনের মধ্যে শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। ভিয়েতনামে মার্কিন

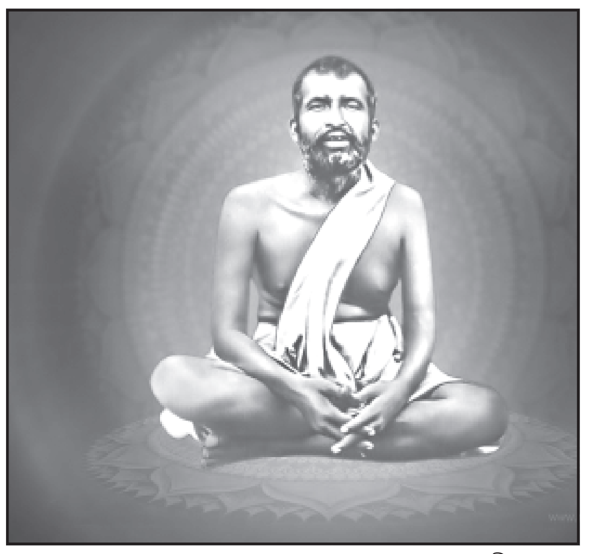

আগ্রাসনের প্রতিবাদে সে ছিল সন্ন্যাসীদের নীরব বিদ্রোহ। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলা হয় আলট্রুইস্টিক সুইসাইড। আগুনের রং আর সন্ন্যাসীর ত্যাগ আমার কাছে মিলিমিশে আছে।

সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের আকাশ গৈরিক। ইতিহাস বলে, বেদে সূর্য এবং অগ্নিই অন্যতম প্রধান উপাস্য। সে সময় বেদে মূতিপুজো মানে এর যুগ শুরু হয়নি। দেবতার মানবায়ন এল ধীরে দীরে। নিঃশব্দ চরণে। বৃক্ষপুজো, রাণীর পুজো এসব প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। ভয় এবং শঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ সূর্য গৈরিক হল ত্যাগের প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দন ভাষায়, এ হল 'ভাবানুষঙ্গ বিধান'। অনুষঙ্গ হল সাহিত্য শিল্পের গূঢ়তত্ত্ব। চিত্রকলা যেমন অনুষঙ্গ দেয়। রং হল তেমনই এক ভাবের অনুষঙ্গ। গেরুয়া রঙে তাই সন্ন্যাস ও ত্যাগের অনুষঙ্গ, প্রতীক। সেই ভাবনুষঙ্গ এক বিধান দেয় সমাজে। বৌদ্ধ ধর্মেও যেমন ছিল এ বিধান, তেমনই ছিল হিন্দু ধর্মে। খ্রিস্টান বা জৈনদের মধ্যে সাদা-র প্রাবল্য। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজির করে যাওয়া প্রথা-ব্রহ্মচারীর কাপড়ের রং সাদা। সাদায় আছে বৈরাগ্য শান্তি, তারপর সে বৈরাগ্য থেকে সন্ন্যাসের মুমুক্ষার রং হল গৈরিক।

আসলে, সন্ন্যাসী তো লীলা থেকে নিত্যে পৌঁছন। আর নিত্য নিগুণে যখন শরীরটাই মনে হয় একটা খোল, তখন পোশাকের প্রয়োজনটাই তো থাকে না। জঙ্গলে বহু মুনি-ঋষি তো বস্ত্রধারণই করতেন না। কাশীতে যেমন ছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। কুম্ভের জন্য আধুনিক নাগরিক সমাজেও নাগা সন্ন্যাসীরা জনপ্রিয়। দিগম্বর জৈনরা ও তো বস্ত্রহীন। জাঁ পল সার্ত্রে একদা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার কাছে এই জামা কাপণেরই কোনও অর্থ হয় না। আমি তো এই প্যারিস শহরের জনপথে উলঙ্গ হয়েও হেঁটে যেতে পারি। নিজের স্বাধীনতা অর্জনে নেতি-নেতি এগতে গেলে, বস্ত্রত্যাগও তো মন্দ নয়। মজার কথা। তখন তুখড় সাংবাদিক সার্ত্রে-কে চেপে ধরেন, তাহলে আপনি সেটা করছেন না কেন? জবাবে সার্ত্রে বলেন, নাগরিক সমাজের জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক নৈতিক বৈধতা নেই বলে। গণতন্ত্রে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক ইচ্ছা বা এক ধরনের সামাজিক বজায় রাখার জন্য। ঠাকুরর শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন নরেন্দ্রনাথ ও আর একডজন শিষ্যকে গৈরিক বসন দেন, সে -ও এখ ঐতিহাসিক দিন। এরকমই শীতের এক পৌষ সংক্রান্তির লগ্ন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের সে-ও ছিল এক ১২ জানুয়ারি। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে স্নান ও মেলার জন্য দেশ দেশান্তরথেকে বহু পুণ্যর্থীর সমাবেশ ঘটেছিল।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

রবিবার গভীর রাতে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছবি- নিজস্ব।

জাস্টিস ফর দুর্গা', মহিলা মোর্চার মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বালুরঘাটে কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বিজেপি-র মহিলা মোর্চার মিছিল পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। মোর্চার রাজ্য নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় তার আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। বলেন, বালুরঘাটের এই ঘটনাকে আমরা 'জাস্টিস ফর দুর্গা' অভিধায় চিহ্নিত করেছি। দ্রুত অপরাধীদের চিহ্নিত করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে দিকে দিকে।

গত রবিবার বালুরঘাটে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। লকেটের অভিযোগ, ওই কিশোরীকে ধর্ষণের পর গলা ও হাতের শিরা কেটে খুনের পর দেহ মাঠে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। এই অভিযোগে ক'দিন ধরে বিজেপি নানা ধরণের আন্দোলন করছে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় মশাল মিছিলের আয়োজন করে দলের মহিলা মোর্চা। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মুরলীধর সেন লেনের দলীয় অফিস থেকে মিছিল বার হওয়ার মুখে লোহার রেলিং দিয়ে ব্যূ তৈরি করে পুলিশ। প্রচুর পুলিশ ও দুটি বড় কালো ভ্যান রাখা হয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সামনে। মাইকে পুলিশের তরফে ঘোষণা করা হতে থাকে মশাল অবিলম্বে সরিয়ে নিন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে। মশাল মিছিলের অনুমতি নেই। লকেট ও তাঁর সঙ্গীরা উল্টে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক শুরু হয় পুলিশের।

দুই আইপিএস অফিসার এন সুধীর কুমার (ডিসি-সেন্ট্রাল) এবং ভাবনা গুপ্তার নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলে।

মিছিলকারীরা বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করব ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অফিস পর্যন্ত। চলতে থাকে দুপক্ষের তর্ক।

মিছিলকারীরাও হ্যান্ডমাইকে বালুরঘাট-কান্ডে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে শ্লোগান দিতে থাকেন। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বণী দিতে থাকেন মহিলা মোর্চার সমর্থকরা। তাঁরা ব্যারিকেড ঠেলতে ঠেলতে কিছুটা রাস্তার ওপর চলে আসেন। এতে যানবাহন চলাচল কিছুটা ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিতে থাকেন পুলিশ প্রশাসন ধিক-ধিক-ধিক্কার, জাস্টিস ফর দুর্গা, পুলিশ প্রশাসন দূর হটো, বালুরঘাটের কিশোরীর হত্যাকারীদের বিচার চাই বিচার চাই, বন্দেমাতরম প্রভৃতি শ্লোগান চলতে থাকে। এভাবে আমাদের আটকানো যায়নি, যাবে না। বাংলার দুর্গাদের রক্ষা করতে হবে। লকেট ভাষণ দেন ওই সমাবেশে।

এর আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেন লকেট। বলেন, আমরা বালুরঘাটে নির্যাতিতা ও মৃত কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে ওঁর অবিভাবকদের দেখা পাইনি। খবর পেলাম প্রশাসন এসে গাড়ি করে ওঁদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। এর পর থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরি করতে গিয়ে পুলিশের বাধা পাই। জোর করে আমরা ডায়েরি নিতে বাধ্য করি। এর পর দিল্লি থেকে আসা তফশিলি উপজাতি কমিশনের এক প্রতিনিধিদল গত পর্শু ঘটনাস্থলে গিয়ে হুঁশিয়ারি দেন মৃত কিশোরীর বাবা-মাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রশাসনকে নিজেদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কাল রাতে ওঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লকেটের অভিযোগ, চাপ ও চার লক্ষ টাকা দিয়ে নির্যাতিতার অভিভাবকদের পুলিশ নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তিনি বালুরঘাটের ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিন। সন্ধ্যা সাতটার পর বিক্ষোভকারীরা ধীরে ধীরে দলীয় অফিসে ফিরে যান। এর পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আবার অঙ্গদানের নজির কলকাতা শহরে

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স): আবার অঙ্গদানের নজির কলকাতা শহরে। পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা স্বপন হাজরার হার্ট, কিডনি ও লিভারে প্রাণ ফিরে পাবেন মুমুর্ষ রোগীরা। ইতিমধ্যেই এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ হয়েছে অস্ত্রোপচার। শুরু হয়েছে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াও।

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির কাছে পথ দুর্ঘটনায় মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল স্বপন হাজরার (৪৫)। প্রায় তিনদিন এসএসকেএম হাসপাতালে যমে মানুষে লড়াইয়ের পর বাঁচানো সম্ভব হয়নি তাঁকে। চিকিৎসকরা হাত তুলে দিয়ে জানিয়ে দেন বাঁচানো সম্ভব নয়। সেই মুহূর্তেই স্বপনের ভাই সুরজিৎ হাজরা সিদ্ধান্ত নেয় দাদার অঙ্গদানের। অন্য কারও শরীরে দাদাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

গত ৯ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের ভাজাচাউলির বাসিন্দা স্বপন হাজরা (৪৫) তিন বন্ধুর সাথে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাইকের মাঝে বসেছিলেন তিনি। একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় তাদের বাইক। তখন দূরে ছিটকে গিয়ে একজন বেঁচে গেলেও মাথায় গভীর আঘাত পান স্বপন হাজরা। হেলমেট না থাকায় মাথার খুলি উড়ে যায়। সেই অবস্থায় ওই জেলার দারুয়াতে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে এমএমকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে নিয়ে এসে এমএমকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয় ওই দিনই। দ্রুত চিকিৎসাও শুরু হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় স্বপনের ব্রেন ডেথ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপর শনিবার রাতে মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অঙ্গদানের প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে যায় ভাই সুরজিৎ হাজরা।

পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন স্বপন হাজরা। চার মেয়ে ও এক ছেলের সংসার চলত তাঁর আয়েই। দাদার অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিলেও পরিবারের বাকিদের রাজি করানো খুব একটা সহজ ছিল না সুরজিতের কাছে। পরিবারের লোকেদের সেই বোঝায় যে স্বপন ফিরে না এলেও সে অন্য কারও শরীরে বেঁচে তো থাকবে অঙ্গদানের মাধ্যমে। এতেই পরিবারের তরফেও অঙ্গদানে সম্মতি দেওয়া হয়। সুরজিত বলেন, 'দাদাকে বাঁচাতে পারব না বুঝতে পেরেই অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দাদাকে আর কোনওদিন হাসতে দেখবো না। কিন্তু দাদার কোনও অঙ্গ অন্য কারও মুখে যদি হাসি ফেঁটায়, প্রাণ ফিরিয়ে দেয় তাতেই মনে করবো দাদা বেঁচে আছে।'

পরিবারের থেকে সবুজ সংকেত পেতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অঙ্গদানের পরবর্তী প্রস্তুতি শুরু করে। রবিবার রাত ১ টায় এসএসকেএম হাসপাতালে শুরু হয় অস্ত্রোপচার। প্রথমে মৃতের হার্ট পাঠানো হয় ওই হাসপাতালেরই অন্য বিভাগে। এর প্রায় ৪০টি মিনিট পর স্বপনবাবুর কিডনি দুটিও পাঠানো হয় ওই হাসপাতালের অপর একটি বিভাগে। এরপর মৃতের লিভার গ্রিন করিডর করে মা উড়ালপুল দিয়ে পাঠানো হয় বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন এক রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হবে স্বপনবাবুর লিভার। কিডনি ও হার্ট কারা পাবেন সে বিষয়ে পরিবারের লোকেদের এখনও কিছু জানানো হয়নি। স্বপনের পরিবার এখন চাইছে যত দ্রুত সম্ভব গ্রহীতা খুঁজে তাঁর অঙ্গ প্রতিস্থাপন করুক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মালবাজারে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও রান্নাঘর

ক্রান্তি, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মালবাজার ব্লকের রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুর চা বাগানের পাকা লাইনে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি দোকান ও একটি পরিবারের রান্নাঘর। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে।

পাশের কাঠামবাড়ি জঙ্গল একটি একটি হাতি বেরিয়ে এসে খাবারের খোঁজে হানা দেয় থমাস টিগ্গার মুদির দোকানে। সেখানে ভাঙচুর চালিয়ে পাশের রামশা সান্তালের রান্নাঘরে হানা দেয় সেটি। হাতির হামলায় অবশ্য কেউ আহত হয়নি। তবে এলাকাবাসী বনদফতরের নজরদারি বাড়াবার দাবি জানান। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে

ছয়ের পাতায়

অসম বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে সি(এ)এ-র বিরুদ্ধে সদনের বাইরে ধরনা বিরোধীদের

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার অসম বিধানসভার একদিবসীয় বিশেষ অধিবেশনে সদনের ভিতরে ও বাইরে বিরোধী দল কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা বিধানসভার মূল প্রবেশদ্বারে হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে ধরনা দিয়েছেন। তাঁরা রাজ্যপালের সম্মানে আয়োজিত চা-চক্রও বর্জন করেছেন আজ।

বিধানসভার বিরোধী কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকিয়া সদনের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৬ সালে যেদিন নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল আনা হয়েছিল, সেদিন থেকে তাঁর দল কংগ্রেসের বিধায়করা বিধানসভায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে আসছেন।

তিনি বলেন, আজ অসম বিধানসভায় বিজেপি-র দলপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যদি বলেন, অসমে সি(এ)এ বলবৎ হবে না, তা-হলে বিরোধী দল হলেও সরকারকে তাঁরা সমর্থন করবেন। শইকিয়া আরও বলেন, রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে রাজ্যে উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করেছেন। অথচ যে সময় রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চলছে, এবং এতে পাঁচজন শহিদ হয়েছেন, সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি রাজ্যপাল, কেন?

এ সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা বিধায়ক তরুণ গগৈ বলেন, অসমে আজ উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে আন্দোলনের জন্য উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আন্দোলনের জন্য দায়ী কে, অবশ্যই সরকার।রাজ্যের বিজেপি সরকার দমন নীতি চালিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ বলেন, সরকার অসম চুক্তিও লঙ্ঘন করছে। সি(এ)এ-র বিরোধিতায় গোটা দেশ তথা রাজ্যজুড়ে আজ ছাত্রছাত্রী, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে এই আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে সরকার, অভিযোগ তরুণ গগৈয়ের। রাজ্যপালের সম্মানে আয়োজিত চা-চক্রে যোগদান কেন করছেন না, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে তরুণ বলেন, কীসের চা-চক্র? যে সরকার রাজ্যবাসীর ওপর দমননীতি চালিয়েছে, তাদের চা-চক্রে অংশগ্রহণের প্রশ্নই উঠে না।

"দায়িত্বজ্ঞানহীন" মন্তব্য বলে দিলীপ ঘোষের হুমকির বিরোধিতা করলেন বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স): "দায়িত্বজ্ঞানহীন" মন্তব্য বলে দিলীপ ঘোষের 'গুলি করা'র হুমকির বিরোধিতা করলেন বাবুল সুপ্রিয়। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের গুলি করে মারা উচিত', নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে দিলীপ ঘোষের এহেন মন্তব্য নিয়ে সংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় টুইট করে বলেছেন,'দিলীপদা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। এটা দলের বক্তব্য নয়'। যদিও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে আপত্তির কিছু দেখছেন না দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। জানিয়েছেন, দিলীপ ঘোষ যা বলেছেন তা নিয়ে আপত্তি করার কিছু নেই।

রবিবার রানাঘাটে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে বিতর্কিত ওই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনে পাঁচশো-ছ'শো কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়েছে। অসম, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশে শয়তানদের গুলি করা হয়েছে। তাদের জেলে ভরা হয়েছে। এই রাজ্যে কাউকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি।'এরপরেই এই রাজ্যের বিক্ষোভকারীদের হুমকি দিয়ে বলেন, 'এখানে আসবে, থাকবে, খাবে আবার সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করবে। আমরা এলে লাঠি মারব। গুলি করব, জেলে পাঠাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও মুরোদ নেই।'

সোমবার সকালে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে টুইট করেন বাবুল সুপ্রিয়। সেখানে তিনি লেখেন, 'দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। উনি যা বলেছেন তার পুরোটাই কাল্পনিক। যত বড় কারণই হোক না কেন, উত্তরপ্রদেশ, অসমে বিজেপি সরকার কখনওই মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়নি। দিলীপদা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মন্তব্য করেছেন।'

এদিন বাবুল সুপ্রিয়র এই টুইট প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। ফোনে তিনি বলেন, 'বাবুল সুপ্রিয় কী বলছেন, আমি জানি না। বৈঠকে আছি। বৈঠক শেষ হোক। জেনে নিই কী বলছেন। তার পর কথা বলব।'

তবে, রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলছেন, 'ভবিষ্যতে আমরা ক্ষমতায় এলে কী হবে সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। তা নিয়ে এখন অত ভাবার দরকার নেই। তবে বাবুল সুপ্রিয়কে যাঁরা হেনস্থা করেছেন, আমরা তাঁদেরও যেমন ছেড়ে কথা বলব না, তেমনই যাঁরা সম্প্রতি গোটা রাজ্যে উপদ্রব করছেন, তাঁদেরও ছেড়ে কথা বলব না।' সায়ন্তন বসু বলেন, 'দিলীপ ঘোষ যা বলছেন, তা দিলীপ ঘোষের কল্পনা বলে যদি কেউ মনে করেন, তা হলে আপত্তি করার কিছু নেই। আবার দিলীপ ঘোষ যা বলছেন, তা নিয়েও আপত্তি করার কিছু নেই।'

ডিমা হাসাওকে বিভক্ত করে দুই জেলা গঠনের দাবিতে উত্তাল হাফলং

হাফলং (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : 'নো বাইফারকেশন নো রেস্ট' ধ্বনিতে সোমবার হাফলঙে জেলাশাসক কার্যালয় চত্বর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ডিমা হাসাও জেলাকে দু-ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবিতে সোমবার এনসি হিলসইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম, ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসে ফোরাম, ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরামের শতাধিক সদস্য উত্তাল করে তুলেন এলাকার পরিবেশ। হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিনটি সংগঠনের সদস্যরা।

এনসি হিলসইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সভাপতি এল কুকি বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর থেকে অ-ডিমাসা উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ পৃথক জেলা গঠনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক দুটি জেলা গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর পর এ সংক্রান্ত একটি চিঠি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে পাঠিয়ে রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগকে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহন করেনি বলে অভিযোগ করেন এল কুকি।

তিনি বলেন, পৃথক জেলা গঠনের দাবির সফল রূপায়ণে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না সরকার। এল কুকি বেশ ক্ষোভের সুরে বলেন, বর্তমানে অ-ডিমাসা উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক থেকে চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বলেন, এর পরও যদি রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তা-হলে আগামী দিনে ইন্ডিজেনাস

ছয়ের পাতায়

নাড্ডার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ পবনের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার রাজধানী দিল্লিতে এসে বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে দেখা করলেন জনসেনা পার্টির সভাপতি পবন কল্যাণ।

এদিন কার্যকারী সভাপতির বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন দক্ষিণের এক সময়ের দাপুটে অভিনেতা কল্যাণ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ, সাংসদ তেজস্বী সূর্য্য। বৈঠকটিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন পবন কল্যাণ। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে আগামীদিনে অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে পবন কল্যাণের দল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে ছিল পবন কল্যাণের দল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই জোট ভেঙে যায়।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ জনসেবা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন পবন কল্যাণ। দলটি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে। এদিন পরে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ভি মুরলীধরণের সঙ্গে দেখা করেন পবন কল্যাণ।

বিক্ষোভরত পড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করলেন কেরল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : জেএনইউতে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করলেন কেরল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল।

কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমান চাণ্ডীর নেতৃত্বে সোমবার সকালে জেএনইউতে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করলেন কেরল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি। এছাড়া প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেরল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রমেশ চিন্নাথালা, প্রদেশ সভাপতি মুল্লাপাল্লি রামাচন্দ্রন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে থাকা সবরমতী হোস্টেল ঘুরে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। উল্লেখ করা যেতে পারে ৫ জানুয়ারি রাতে জেএনইউ চত্বরে ঢুকে একাধিক হোস্টেলে হামলা চালায় মুখোশধারী একদল দুষ্কৃতি।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, ষড়যন্ত্র করেই সবরমতী হোস্টেলে হামলা চালানো হয়েছে। প্রশাসনের মদত রয়েছে এতে। আক্রান্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করার সৌজন্যও বোধ করেননি উপাচার্য। পড়ুয়াদের যে মূলত সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন তারা, তা স্পষ্ট করে দেন ওমান চাণ্ডী।

কলকাতার ১১ জায়গায় ইডির তল্লাশি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : কলকাতার ১১ টি জায়গায় তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সোমবার সাত সকালেই সাতটি গাড়ি নিয়ে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। বেলা বাড়তেই জানা গেল কলকাতার ১১টি জায়গায় তলাশি চালাচ্ছেন তাঁরা।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড, টাইগার রোড, ক্লাইভ রোর পাশাপাশি তল্লাশি চলছে রাজারহাটেও। ইডি সূত্রে খবর, হাওয়ালা চক্রের কিংপিন ইনামুল হকের হদিশ পেতেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। গত বছর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে আগে ডালহৌসি চত্বরে এই রকম তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। উদ্ধার হয়েছিল কয়েক কোটি নগদ টাকা। কয়েক মাস আগে এই ডালহৌসিতেই বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটি বহুতল থেকে টাকাবৃষ্টি দেখা গিয়েছিল। আয়কর দফতরের কর্তারা তল্লাশিতে গেলে বহুতলের ছ'তলার উপর থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকা নীচে ফেলে দেওয়া হয়।

এদিন ফের একবার তল্লাশিতে নামল ইডি। ডালহৌসির একাধিক জায়গায় চার্টার্ড ফার্মের আড়ালে চলে হাওয়ালার কারবার। ভুয়ো কোম্পানির অফিস দেখিয়ে কালো টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন

ছয়ের পাতায়

এনআরসি নিয়ে নীতিশকে কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জী(এনআরসি) নিয়ে এবার পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার জানিয়েছিলেন বিহারে এনআরসি কার্যকর করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পরে এর পাল্টা তেজস্বী দাবি করেন যে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য ও কাজের মধ্যে কোন মিল থাকে না। তিনি যদি সিএএ এবং এনআরসির বিরোধিতা প্রকৃত অর্থেই করতেন, তবে তা বিধানসভায় জানাতে পারতেন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বিহারবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে নীতিশ সরকার।

অন্যদিকে এদিন গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে বিধানসভার কক্ষে প্রবেশ করে। সিএএ এবং এনআরসি বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশের হয়ে সওয়াল করেন আরজেডি বিধায়কেরা।

একজোট হয়ে সিএএ-এনআরসির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, বার্তা মমতার

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): একজোট হয়ে পড়ুয়াদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বিরুদ্ধে লড়াই করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যথায় আন্দোলন ভুল পথে পরিচালিত হবে বলেই মত তার। সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধরনা মঞ্চ থেকে তাই একজোট থাকার বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী। এদিন দিল্লিতে সিএএ বিরোধী সোনিয়া গান্ধীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। এদিন রানি রাসমনি এভিনিউ তে ধরনা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে অনেকেই চেষ্টা চালাবেঊ তাই সকলে একজোট থাকো মানুষের স্বার্থে আন্দোলন কর।' পাশাপাশি এদিন তিনি বাম ও কংগ্রেসকে নাম না করেই নিশানা করেছেনঊ জানিয়েছেন, 'কেউ কেউ বাসে আগুন দিয়েছেঊ সেটা প্রচার পেতেই করেছে। হিংসা কখনও আন্দোলন হয় না। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে হিংসাত্মক রূপ দিয়ে কয়েকজন সংবাদমাধ্যমে মুখ দেখাতে চাইছেঊ কিন্তু এর ফলে আন্দোলন ভুল পথে পরিচালিত হবে।'

শনিবার দুদিনের সফরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । সেদিন তার সাথে রাজভবনে ১৫ মিনিটের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকেও তিনি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রীকে। পরে ফের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধরনা মঞ্চে হাজির থেকে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে গলা চড়ান। বুঝিয়ে দেন যতই প্রধানমন্ত্রীর সাথে জন্য সাক্ষাৎ করুন না কেন সিএএ ও এনআরসি রাজ্যের শাসক দল মানছে না।

সোমবার ধরনা মঞ্চ থেকে

ছয়ের পাতায়

পৌষ সংক্রান্তি। বুড়ির ঘর বানানোর তোরজোর চলছে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

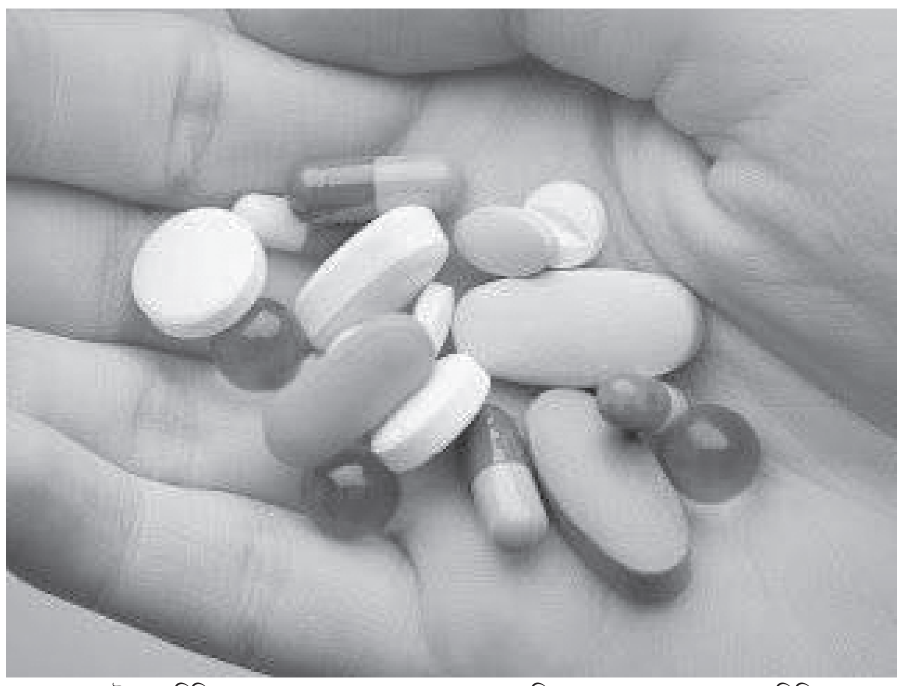

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ”এ” বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার নানান চেষ্টা। কারণ অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি যে হার্ট সমস্যা, ব্লাড সুগার, হাইপারটেনশনসহ নানা সমস্যার মূল কারণ তা আজ কারো অজানা নয়। একারণেই আজ অনেকেই ব্যায়াম, ডায়েট কন্টোলসহ নানা নিয়ম পালন করছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব কিছুই কাজে আসছে না। এর কারণ ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে পারলে ওজন কমানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যায়াম করলেই ওজন কমে, ডায়েটের দরকার নেই: অনেকে ভাবেন শুধু ব্যায়াম করলেই ওজন কমানো সম্ভব। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরালে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। খুবই ভুল ধারণা। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো জিমে এক ঘণ্টা ব্যায়াম (নির্ভর করবে কী ধরনের ব্যায়াম করছেন তার ওপর) করে ১০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি বার্ন করলেন। কিন্তু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক বা একটা বার্গার খেলে আপনার শরীরে জমা হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি। অঙ্কটা কী এবার বুঝতে পারছেন? কাজেই শুধু জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে কোনো লাভ হবে না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে হেলদি ডায়েট। ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মত পেশীবহুল শরীর হয়: এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। অনেক মেয়েই জিমে গিয়ে ওয়েট ট্রেনিং এর জন্য ”না” করে দেন এই ভেবে যে, ওয়েট ট্রেনিং করলে চেহারা ও বডি ছেলেদের মত মাসকুলার হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকমত ওয়েট ট্রেনিং করলে কখোনোই বডি মাসকুলার হবে না। কারণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের অভাব। বরং বডি টোনিংয়ের জন্য ওয়েট ট্রেনিং একান্ত জরুরি। বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এবং মোটা হয়: বেশি বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এমন ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনেকেই জল খাওয়া কমিয়ে দেন। এমনটা করবেন না। বরং শরীরের বিপাক ক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য জল অতি জরুরি। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১২ গ্লাস পানি অবশ্যই খেতে হবে। কলা খেলে মোটা হয়: একথাটা প্রায়ই শোনা যায়। অন্যান্য সব ফল খেলেও মোটা হবার ভয়ে কলা থেকে অনেকেই শত হাত দূরে থাকেন। কিন্তু কলায় থাকা মিনারেল, পটাশিয়াম আর ভিটামিন আমাদের দেহের জন্য অনেক উপকারী। একটা কলায় থাকে ৮০ থেকে ১২০ ক্যালরি। যেখানে চিপস, ভাজাপোড়া বা এক পিস সন্দেশে অনেক বেশি ক্যালরি থাকে। কাজেই সন্ধ্যাবেলা হঠাত ক্ষিদে পেলে এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার না খেয়ে একটা কলা খেতে পারেন। পেটও ভরবে, অনেক পুষ্টিও পাবেন। শুধু মর্নিং ওয়াক করলেই ওজন কমে: মর্নিং ওয়াক শরীর ও মনের জন্য খুবই ভালো। এটি হার্ট, ব্রেন ভালো রাখে। বয়স্ক মানুষ যাদের জন্য ভারী ব্যায়াম করা সম্ভব নয় তাদের জন্য মর্নিং ওয়াকের বিক্ল আর কিছু হতেই পারে না। কিন্তু আপনি যদি ওজন কমাতে চান এবং বডি টোনিং করতে চান তবে শুধু মর্নিং ওয়াকে কোনো কাজ হবে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সঠিক ব্যায়াম রুটিন এবং যথাযথ খাদ্যাভ্যাস। সাজগোজ.কম।

জল শূন্যতা বা ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০ু আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫ু। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক !শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি !শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬ু জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস। ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮ু-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। টক দই ডিহাইড্রেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য উতকৃষ্ট একটি খাবার।তরমুজতরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের খুবই কার্যকর একটি উতস এটি। ভিটামিন এ ও সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর তরমুজ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে।. টমেটোটমেটোর ৯৪ শতাংশই জল। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। টমেটো প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। তাই সুপ, সালাদ, তরকারি ইত্যাদিতে প্রতিদিন কমবেশি টমেটো রাখার চেষ্টা করুন। ফুলকপিএটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হাইড্রেটিং একটি সবজি। এতে ৯২ু জল আছে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে এটি দারুণ কাজ করে নিঃ সন্দেহে। তাছাড়া এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে। বাঁধাকপিবাঁধাকপির ৯২ শতাংশই জল। এতে আছে ভিটামিন সি ও কে, বিভিন্ন মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস যা ইনফ্লামেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। আর ডিহাইড্রেশন দূরীকরণে এই সবজির জুড়ি নেই। ডাবডাবে ৯৫ু জল থাকে।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি অঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উদর্ে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

পছন্দের চিনাবাদামের এত গুন আগে জানা ছিল কি!

চিনাবাদাম অনেকেরই বেশ পছন্দের একটি খাবার। পার্ক কিংবা লেকের পাশে বসে আছেন আর চিনাবাদাম খাবেন না, তা কী করে হয়! আপনি হয়তো স্বাদের জন্য চিনাবাদাম খাচ্ছেন, কিন্তু এই চিনাবাদামেরও রয়েছে বিস্ময়কর কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা।* সোডিয়ামের মাত্রা কমানোলবণ খাওয়া অনেকের অভ্যাস। লবণ শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু চিনাবাদামে লবণ মিশিয়ে খেতে পারেন, এটি আপনার লবণ খাওয়ার আগ্রহ পূরণ করে থাকে, আবার সোডিয়ামের মাত্রাও বৃদ্ধি করে না।* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতেচিনাবাদাম ২১ু পর্যন্ত ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি শর্করা শোষনকে ধীরগতি করে থাকে। সকালের জলখাবারে চিনাবাদাম রাখুন, এটি সারাদিন আপনার ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখবে। * পাকস্থলির পাথর দূরচিনাবাদাম পাকস্থলির পাথর দূর করতে সাহায্য করে থাকে। এক আউন্স চিনাবাদাম অথবা চিনাবাদামের মাখন পাকস্থলির পাথর ২৫ু পর্যন্ত দূর করে থাকে।* ক্যান্সার প্রতিরোধেচিনাবাদামে পলি-ফেনোলিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা পাকস্থলি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সপ্তাহে দুইবার চিনাবাদাম খাওয়া ২৭ু পুরুষ এবং ৫৮ু মহিলাদের কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।* হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতেএকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, যারা নিয়মিত চিনাবাদাম খেয়ে থাকেন, তাদের ৩৫ু পর্যন্ত হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। এছাড়া চিনাবাদাম খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে ভাল কোলেস্টেরল তৈরি করে, যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে।* হতাশা দূর করতেসেরোটোনিন নামক উপাদান হতাশা দূর করে থাকে। চিনাবাদামে থাকা ট্রিপটোফেন উপাদান হতাশা রোধ করে থাকে। নিয়মিত চিনাবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন অথবা প্রতি সপ্তাহে দুই টেবিল চামচ পিনাট বাটার খান। এটি হতাশা কাটাতে সাহায্য করবে।* ত্বক সুস্থ রাখেচিনাবাদামের ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই রিংকেল, বলিরেখা এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে থাকে। এতে রিসভেরাটোল যা সাধারণত রেড ওয়াইন এবং আঙ্গুরের রসে পাওয়া যায়, যা ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ত্বক থেকে টক্সিন পর্দাথ দূর করে।

কী হল বলিউডের ”পাওয়ার কাপল”-এর? একসঙ্গে দেখা যাবে না রণবীর-আলিয়াকে!

বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব এসেছে তাঁদের কাছে কিন্তু সবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় হঠাত করে কেন তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন? বুঝতেই পারছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কথাই বলা হচ্ছে।বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। জানা যাচ্ছে, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভটের কাছে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু রণবীর, আলিয়া প্রায় সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা ব্রহ্মাস্ত্র যতদিন পর্যন্ত না মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁরা আর একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন না বলে স্থির করেছেন। জানা যাচ্ছে, অনস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন দর্শকের কতটা ভাল লাগছে, সেই সবদিক বিচার করে তবেই তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার কথা ভাববেন। অর্থাত ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি পাওয়া না পর্যন্ত রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট, একসঙ্গে অন্য কোনও সিনেমায় একসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না।এদিকে বর্তমানে সামশেরার শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির গাঙ্গুবাই এবং করণ জহরের তখত-এর প্রস্তুতি শুরু করছেন আলিয়া ভাট।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি।অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার ছবি জাবাড়িয়া জোড়ি মুক্তি পেয়েছে, এই ছবিতে তাকে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিপরীতে দেখা যাবে। এই ছবিটি বিহারের বিয়ের জন্য জোর করাকে নিয়ে।একটি সাক্ষাতকারে, পরিণীতি বিয়েতে যৌতুক নেওয়া নিয়ে কথা বলেছে। তিনি বলেছেন, যৌতুক নেওয়া ভারতে নিষিদ্ধ, কিন্তু সমাজে এখনো প্রচলিত আছে। পরিণীতি বলেছিল, সবাই জানে যৌতুক অবৈধ এবং অনৈতিক।এই অবস্থায়, অনেকেই এই অবস্থাকে উপহারের নামে ভালোভাবে পরিচয় করায়, আমার রাগ হয়। যৌতুক মানেই আপনি মেয়েটিকে কিনছেন, আমরা আমাদের মর্ডাণ মনে করি, কিন্তু তারপর আমরা কি করি? আমরা বিলাসিতার চাই। দেশের এমন চিন্তা ভাবনা দুর্ভাগ্যজনক।

ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়বে সঙ্গীতচর্চায়!

শিশুর মনোরঞ্জনের সঙ্গে দক্ষতার উন্নয়নে সঙ্গীতচর্চা এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণের নাম। শিশু খেলার ছলে হাসবে, নাচবে, গাইবে- এর মধ্যে একটু একটু করে ওস্তাদ তাকে সঙ্গীতের মর্মার্থ বোঝানোর চেষ্টা করবেন। যেসব ছেলেমেয়ে সঙ্গীতের ছন্দের মর্মার্থ বোঝে, তাদের ব্যাকরণের জ্ঞানও ভালো হয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান উপকারী ভূমিকা পালন করে। এসব শিশু ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো সঙ্গীতের ছন্দের গঠনের মতো সহজ করে বুঝতে শেখে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমনটি জানা গেছে। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, যেসব শিশু গানের দুটি কলি গাওয়ার সময়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, তারা বাক্য ব্যবহারের পার্থক্যও সহজে নির্ণয় করতে পারে। এভাবে তারা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের জ্ঞান থেকে বিশেষ সুবিধা পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির কেনেডি সেন্টারের প্রধান লেখক রেইনা গর্ডন বলেন, সঙ্গীতের বোধশক্তি ব্যক্তির মস্তিষ্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিষয়টির প্রমাণ মেলে ছয় বছর বয়সী ২৫ জন শিশুর ওপর চালানো গর্ডনের এই পরীক্ষায়।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, ’ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।’ তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, ’আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।’ শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

রাজ্যজুড়ে ব্যাপক কুয়াশা। ক্ষতির মুখে চাষিরা। ছবি- নিজস্ব।

জলদাপাড়ায় বনকর্মীদের গুলিতে যুবকের মৃত্যু, বিট অফিস ভাঙচুর

জলদাপাড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি.স): জলদাপাড়ার কোদালবস্তির মন্থরাম বিটেতে বনকর্মীদের গুলিতে যুবকের মৃত্যু। তারই জেরে মন্থরাম বিটে ভাঙচুর চালালো উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। বনকর্মীদের গাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় স্থানীয়রা। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা। দাবি জানান তদন্তের। ইতিমধ্যেই বন দফতরের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে অভিযুক্ত বনকর্মীকে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কালচিনি ব্লকের উত্তর মেন্দাবাড়ি খাইয়াবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বিমল রাভা (৩৩) রবিবার মাঝরাতে মন্থরাম বিটের জঙ্গলে ঢোকে। সেই সময় চোরাশিকারি ভেবে টহলদার বনকর্মীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে বনকর্মীরা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই সে মারা যায়। এই খবর চাউর হতেই সোমবার গ্রামবাসীরা মন্থরাম বিটে ভাঙচুর চালায়। এই সময় বনকর্মী ভেবে একজনকে উত্তেজিত জনতা মারধর করলে তিনি আহত হন। এদিকে বেলা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিট অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী যায়।

বনকর্মীদের দাবি, রবিবার রাতে কোদলবস্তি রেঞ্জের বনকর্মীদের কাছে খবর যায় মন্থুরাম বিটের জঙ্গলে প্রবেশ করেছে চোরা কাঠ পাচারকারীদের একটি দল। তারা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতেই জঙ্গলে যান বন দফতরের আধিকারিকরা। অভিযোগ, সেই সময় ২০-২৫ জনের পাচারকারী ওই দলটি হামলা চালায় বনকর্মীদের ওপর। এরপরই গুলি চালায় বন দফতরের এক কর্মী। গুলিবিদ্ধ হন বিমল রাভা নামে এক ব্যক্তি। বনকর্মীদের দাবি, পাচারকারীদের দলেই ছিলেন বিমল। বনকর্মীরা পালটা আক্রমণ করতেই বাকি পাচারকারীরা চম্পট দিলেও রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন বিমল। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ইতিমধ্যেই তাঁর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এপ্রসঙ্গে জলদাপাড়ার ডিএফও কুমার বিমল বলেন, 'কাঠ পাচারকারীরা বনকর্মীদের উপর আক্রমণ করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য বনকর্মীরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করা হবে।'

দেবকের বাজি কারখানার বিস্ফোরক সরবরাহকারী মুন্না সাউ গ্রেফতার

নৈহাটি(বারাকপুর), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : নৈহাটির দেবকের বাজি কারখানায় বিস্ফোরক সরবরাহকারী মুন্না সাউকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মুন্নাই এই কারখানার মূল পাণ্ডা বলে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে। সোমবার ভোররাতে তাকে বীজপুর থেকে গ্রেফতার করে নৈহাটি থানার পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, মধ্যপ্রদেশ থেকে সড়কপথে দেবকের বাজি কারখানায় সে বিস্ফোরক সরবরাহ করত। দেবকে বিস্ফোরণের পরে ওই কারখানার মালিক নূর হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। তাকে জেরা করে পুলিশ ওই কারখানায় যে সব গাড়ি কাঁচামাল সরবরাহ করত, সেই সব গাড়ির চালকদের চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। নূরের কাছে পাওয়া তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত হয় মুন্না সাউয়ের বিষয়ে। এরপরেই পুলিশ তাকে ধরার পরিকল্পনা করে। ধৃত মুন্নাকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চাইবে পুলিশ। যেসব গাড়িতে করে মধ্যপ্রদেশ থেকে বিস্ফোরক সরবরাহ করত সেইসব গাড়িতে আর কী থাকত, তাও জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ৩ জানুয়ারি নৈহাটির দেবকে একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আট জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার অঞ্চলজুড়ে কেঁপে ওঠে। গঙ্গার অন্য পারের হুগলির চুঁচুড়ার প্রেমনগর, আখনবাজার-সহ একাধিক এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, তাঁরাও কম্পন অনুভব করেন। শুধু তাই নয়, ওই বাজি কারখানা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমা-বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে গিয়েও বিপত্তি ঘটে। নৈহাটির ছাইঘাটে পুলিশ ওই বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে ছাইঘাট থেকে ৫০০ মিটার এলাকা কেঁপে ওঠে, কম্পন অনুভূত হয় গঙ্গার ওপারে চুঁচুড়াতেও। গঙ্গার দুই পাড়ের বহু বাড়িতে জানলার কাঁচ ভেঙে যায়। চুঁচুড়া পুরভবন-সহ বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা যায়। ফাটল দেখা দেয় নৈহাটির দিকে বিভিন্ন বাড়িতেও। ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিক্ষোভ হয় নৈহাটিতে, পথ অবরোধও হয়। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

সংরক্ষণের ঠেলায় আসন হারাবে মেয়র পারিষদ

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : চলতি বছরের এপ্রিলে হতে চলেছে পুরভোট। আর সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে কলকাতার পুরভোট। প্রথম থেকে জানা থাকলেও বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে এবার পুরো নির্বাচনী ১৪৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫৬ টি ওয়ার্ড সংরক্ষনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে চারটি ওয়ার্ড থাকবে তপশিলি জাতির জন্য তিনটি বার থাকবে তপশিলি মহিলাদের জন্য এবং ৪৫টি ওয়ার্ড সংরক্ষিত থাকবে মহিলা প্রার্থীদের জন্য।

এই সংরক্ষণের ঠেলায় আসন হারাতে পারেন বেশকিছু মেয়র পারিষদ সহ বোরো চেয়ারম্যান রাও। সংরক্ষণের ঠেলায় পুরভোটে আসন হারাতে পারেন চার মেয়র পারিষদ

মহিলা ও তফসিলি আসন সংরক্ষণের ফলে আগামী পুরসভার ভোটে লড়তে পারবেননা চার মেয়র পারিষদউ রাজ্য প্রশাসনের নয়া নগরপালিকা নিয়ম অনুযায়ী কলকাতা পুরভোটে মহিলা ওয়ার্ড সংরক্ষণ হচ্ছে ৩,৬,৯ এই ক্রম অনুসারে। অর্থাৎ ৩ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হলে তার পরে দু'টি বাদ দিয়ে তৃতীয়টি ফের মহিলা ওয়ার্ড হবে। ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৫টি ওয়ার্ড মহিলা এবং আটটি ওয়ার্ড তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত করা হচ্ছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলি হল— ৩৩, ৫৮, ৭৮, ১০৭, ১১০, ১২৭, ১৪২, ১৪৩।

আসন্ন পুরভোটে মহিলা সংরক্ষণের জেরে নিজের ওয়ার্ডে আগামী পুরভোটে দাঁড়াতে পারবেন না জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, রাস্তা বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য রতন দে, আবাসন বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও বস্তি বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। এছাড়াও তফসিলি সংরক্ষণের জেরে নিজের ওয়ার্ডে আসন্ন পুরভোটে নিজেদের আসন হারাতে পারেন দুই বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য।

মহিলাদের জন্য কলকাতার আগামী পুরভোটে যে ৪৫টি ওয়ার্ড সংরক্ষিত হতে পারে তা হল— ৩,

ছয়ের পাতায়

ভারত, নেপাল, ভুটান হিন্দু রাষ্ট্র হবে : শঙ্করাচার্জ

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : একবার এই দেশকে বিভাজন করা হয়েছে। আবার এই দেশের অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবনের মতো পুন্যভূমি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তা সফল হবে না এবং ভারত, নেপাল, ভুটান সবার আগে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হবে বলে দাবি করলেন পুরীর শঙ্করাচার্জ। সোমবার দুপুরে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়া এন আর সি, সি এ এ ও বর্তমান দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি নিয়ে নিজের বেশ কিছু মতামত পোষণ করেন এই ধর্মগুরু।

ভারতবর্ষে যতদিন অন্য ধর্মের মানুষজন শালীনতা বজায় রেখে, সম্প্রীতি বজায় রেখে থাকতে পারবেন, ততদিন কোন সমস্যা নেই। পাশাপাশি বিশ্বের যে কোন দেশে যদি হিন্দুরা নিপীড়িত হন তাদেরকে ভারত, নেপাল, ভুটানের মত হিন্দু রাষ্ট্রে যাতে সুস্থ ভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়, সেই দাবি করেন এই ধর্মগুরু। এছাড়া ও গান্ধীজীর বিভেদের রাজনীতি, বর্তমান রাজ্য ও দেশের রাজনীতি নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। অনেক লড়াইয়ের পর ভারতকে ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। আর এর পিছনে গান্ধীজির হাত ছিল বলে দাবি করে এই ধর্মগুরু। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে আর একবার ভারতকে বিভাজন করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারতের সুরক্ষার জন্য যদি কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে ভারত সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে ও নেবে বলে দাবি করেন শঙ্করাচার্জ। পাশাপাশি, অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করে যাতে গঙ্গাসাগরের মত তীর্থ ক্ষেত্রকে যাতে পিকনিক স্পটে পরিনত করা না হয় সেদিকে ও নজর দিতে রাজ্য সরকারকে আবেদন করেন শঙ্করাচার্জ।

অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরলেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভো

পোর্ট অব স্পেন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : তিন বছরেরও বেশি সময় পর ফের জাতীয় দলে ফিরলেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভো। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে শেষবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা গিয়েছিল ব্র্যাভোকে। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার সোমবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৩ জনের স্কোয়াডে জায়গা পেলেন। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাচক রজার হার্পার বলেন, "ডেথ বোলিংকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই ফেরানো হয়েছে ব্র্যাভোকে। আমাদের এই জায়গায় উন্নতি করা দরকার বলে মনে হচ্ছে। অন্য ডেথ বোলারদের মেন্টর করার কাজেও আসবে ও। ডোয়েনের অভিজ্ঞতারও দরকার পড়তে পারে।" শুধু ডেথ ওভারে বোলিংয়ের জন্যই ক্রিকেটমহলে পরিচিত নন ব্র্যাভো। তাঁর ব্যাটিংও দারুন। বিশেষ করে কুড়ি ওভারের ফর্ম্যাটে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তাঁর চাহিদা রয়েছে। টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি অবসর ভেঙে ফেরার ঘোষণা করেন ব্র্যাভো। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে চান বলেই অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বলে জানিয়েছিলেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ান দলে ফেরা সেই লক্ষ্যে একধাপ এগিয়ে দিল তাঁকে।

সোমবার গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

ব্যাঙ্কের ভিতরে ব্যাগ কেটে টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চুঁচুড়ায়

হুগলি,১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : হুগলির চুঁচুা আখনবাজার এস বি আই ব্রাঞ্চে ব্যাঙ্কের ভিতরেই ব্যাগ কেটে টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার।

এদিন বারোটা নাগাদ পেনশন তুলতে যান পিয়ারাবাগানের বাসিন্দা বীনা চক্রবর্তী।সত্তরোর্ধ বীনা দেবী কাউন্টার থেকে ২১ হাজার টাকা তুলে কাঁধে ঝোলানো লেদার ব্যাগে রাখেন।তারপর পাশবই আপডেট করার লাইনে দাঁড়ান।কিয়স্কে পাশবই আপডেট না হওয়ায় আবার কাউন্টারে যান। সেখানেই এক গ্রাহক দেখতে পান তাঁর ব্যাগ কাটা।বীনা দেবী দেখেন তার পুরো টাকাটাই খোয়া গেছে।ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জানালে ম্যানেজার থানায় অভিযোগ করতে বলেন।চুঁচুা থানায় অভিযোগ জানান বিদ্যুৎ দফতরের অবসর প্রাপ্ত কর্মি বীনা চক্রবর্তী।পুলিশ ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।দিনে দুপুরে ব্যাঙ্কের মধ্যে ব্যাগ কেটে টাকা চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।স্টেট ব্যাঙ্কের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে দুজন।তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের ভীতর দুষ্কৃতিরা এই ধরনের কাজ করতে সমর্থ হচ্ছে।

উত্তরায়ণের দিন গুজরাটে ঘুড়ি ওড়াবেন অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরায়ণ উৎসব উদযাপনের জন্য ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি আহমেদাবাদ আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। ওই দুই দিন তিনি আহমেদাবাদ এবং গান্ধীনগরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৪টে নাগাদ ভেজেলপুরের কর্পোরেট রোডে রাহুল টাওয়ারের সামনের বহুতলে ঘুড়ি ওড়ানোর কর্মসূচিতেও যোগ দেবেন। ১৫ জানুয়ারি মহাত্মা মন্দিরে স্কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও ওইদিন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন তিনি।

বিতর্ক, বাধা কাটিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে সুষ্ঠ ভাবেই সম্পন্ন হল উৎচেতনী উৎসব

বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বিতর্ক ও সমস্ত রকম বাধা কাটিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে সম্পন্ন হল উৎচেতনী উৎসব।উৎসবের আয়োজন ঘিরে প্রথম থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়।নদী গর্ভে বিরাট প্যান্ডেল করে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে নদীর ক্ষতি হবে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে এই অভিযোগে বিজ্ঞান মঞ্চ সহ ১১টি সংস্থা জেলা প্রশাসনের দারস্থ হয়।তারা নদী তটে এরকম উৎসব বন্ধে জেলা প্রশাসন উদ্যোগী হন এই দাবী জানিয়ে তারা উৎসব বন্ধ করার আবেদন জানান,।গ্রীণ ট্রাইবুনালে অভিযোগ দায়ের করা হয়।কিন্তু বিতর্কে কোনও রকম পাত্তা না দিয়ে উদ্যোক্তারা উৎসব পালনে অবিচল ছিলেন।

রবিবার উৎসবের দিন স্থির হলেও শনিবার থেকেই ভক্তরা আসতে শুরু করে।রবিবার সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ যোগ দিতে নদীমুখী হন।সেখানে সূয্যদয়ের ক্ষণে শুরু হয় বোধন।সারাদিন ধরে ভজন কীর্তন ওপ্রসাদ বিতরণ চলে -। - উৎসবের আয়োজন শুরুর সময় বিতর্ক শুরু হলেও উৎসব চলাকালীন তা টের পাওয়া যায় নি।উপপুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল এ প্রসঙ্গে বলেন উৎসব চলাকালীন বা সম্পন্ন হওয়ার পর অবশ্য কোনও অভিযোগ আসে নি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দ্বিমত গঙ্গাসাগরে আসা সাধু সন্তরা

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধু সন্তদের মধ্যে দ্বিমত তৈরি হয়েছে। এই আইনের বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছেন বলেও দাবী করেছেন কেউ কেউ তো কেউ বলছেন এন আর সির প্রয়োজন রয়েছে দেশের স্বার্থে।

গঙ্গাসাগরে আগত সাধু সন্তদের মধ্যে সি এ এ ও এন আর সি নিয়ে দ্বিমত তৈরি হয়েছে। এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কাজ করছেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। যেমন, জম্মু থেকে সুদূর গঙ্গাসাগরে আগত সাগর মহারাজ বলেন, " মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে ঠিক করছেন। কারন দেশ সকলের, বিশ্ব সকলের। তাই এই সব আইন করে মানুষকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়"। আবার কেউ কেউ বলছেন দেশের নিরাপত্তা ও বিপুল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রয়োজন আছে। গুজরাট থেকে আগত বিজয় গোঁসাই বলেন, " দেশের নিরাপত্তার জন্য এবং যেভাবে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেজন্য কেন্দ্রের এই নাগরিক সংশোধনী আইনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ঠিক"।

এসমস্ত ছাড়াও এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভাল হয়েছে বলেই দাবী করেছেন এই মেলায় আগত সাধু সন্তরা। তীর্থ যাত্রীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, শৌচকর্মের জন্য সুবস্থা সহ সমস্ত মেলা প্রাঙ্গনকে অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ ও জানিয়েছেন তারা।

গঠিত হল লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনারেট

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকার লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনারেট কার্যকর করার ঘোষণা করল। এর ফলে গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার শেষ এসএসপি হিসাবে বৈভব কৃষ্ণের নাম জেলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। গৌতম বুদ্ধ নগর এখন এসএসপি পদের পরিবর্তে কমিশনার পদে থাকবেন আধিকারিক। মেরঠ রেঞ্জের আইজি অলোক সিং জেলার প্রথম পুলিশ কমিশনার হবেন। সম্প্রতি, এসএসপি বৈভব কৃষ্ণের অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে গোপন নথি ফাঁস করার জন্য এসএসপিকে সাসপেন্ড করা হয়। এরপরে জেলা পুলিশ কমিশনারেটে উন্নীত করা নিয়ে আলোচনা তীব্র হয়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ নয়ডা ও লখনউতে পুলিশ কমিশনারেট করার কথা ঘোষণার পর এই আলোচনা থেমে গিয়েছে। পুলিশ কমিশনারের কী ক্ষমতা থাকবে জেলা পুলিশ কমিশনারের উপরেও ডিএমের কিছু ক্ষমতা থাকবে। এছাড়াও জেলায় অন্যান্য কর্তাদের স্থানান্তর ও ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার অধিকার থাকবে। এতে জেলায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী, পুলিশ কমিশনারেটে ১০ লক্ষ জনসংখ্যার জেলায় প্রয়োগ করা উচিত। শুধুমাত্র নয়ডার

ছয়ের পাতায়

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

বিহারে এনআরসি নয়, আশ্বাস নীতিশের

পাটনা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) জাতীয় নাগরিকপঞ্জী(এনআরসি) কার্যকর করা হবে না বিহারে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

সোমবার রাজ্যবাসীদের আশ্বস্ত করে নীতিশ বলেন, বিহারে এনআরসি জারি করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অসমের জন্যই এই আইন তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

২২ ডিসেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, দেশজুড়ে এনআরসি জারি করার কোনও আলোচনা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে হয়নি। দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই অসমে এনআরসি কার্যকর করা হয়েছে।

অন্যদিকে এআরসি এবং সিএএ-র বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেডি(ইউ)-র সহ-সভাপতি প্রশান্ত কিশোর। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি জানিয়েছেন যে কোনও ভাবেই বিহারে সিএএ ও এনআরসি কার্যকর করা হবে।

রবিবার বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র নেতা মনোজ ঝাঁ জানিয়েছেন যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নয়। সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে সিএএ বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। রাজপথে নামা সিএএ বিরোধী জনসমুদ্রকে দেখা উচিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শিবাজীর পদাঙ্ক মেনেই চলছেন নরেন্দ্র মোদী : জয় ভগবান

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) দেশগঠনে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পদাঙ্ক মেনেই কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে দাবি করেছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা জয় ভগবান গোয়েল।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয় ভগবান গোয়েল জানিয়েছেন, কেবল মাত্র মহারাষ্ট্রের নন গোটা ভারতের মহানায়ক ছিলেন শিবাজী মহারাজ। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর

ছয়ের পাতায়

লড়াই শেষ, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত্যু নয়ডার ব্যক্তির

নয়ডা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): শেষ হয়ে গেল প্রাণে বাঁচার লড়াইঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম নয়ডার ব্যক্তিরঊ উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় তিন দিন আগে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সি একজন ব্যক্তিঊ অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন ছিলেন তিনি, হাসপাতালে চিকিতারত অবস্থাতেই সোমবার সকালে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেনঊ মৃতের নাম হল-শম্ভুনাথ হালদারঊ গ্রেটার নয়ডার আলফা ১ এলাকায় থাকতেন ৪০ বছর বয়সি শম্ভুনাথ হালদারঊ

এসএইচও সাইট ৫ থানার অফিসার প্রভাত দীক্ষিত জানিয়েছেন, তিন দিন আগে, গত ১০ জানুয়ারি গ্রেটার নয়ডার ইকোটেক আই এক্সটেনশন এলাকায় নির্মীয়মান ফ্যাক্টরিতে পিকআপ ভ্যান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নামাচ্ছিলেন শম্ভুনাথ-সহ আরও বেশ কয়েকজনঊ গ্যাস সিলিন্ডার নামানোর সময় আচমকাই জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়ঊ শম্ভু-সহ ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছিলেনঊ সর্বাধিক চোট পেয়েছিলেন শম্ভুঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলঊ এসএইচও সাইট ৫ থানার অফিসার প্রভাত দীক্ষিত আরও জানিয়েছেন, সোমবার সকালে শম্ভুনাথ হালদারের মৃত্যু হয়েছে

কর্মী সমর্থকের

আটের পাতার পর

বিচার না পেলে পুলিশ সুপারের দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব।

নিরপেক্ষতা

● প্রথম পাতার পর

এদিন বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, থানার লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের উপর মানুষ ভরসা রাখতে পারছে না। ওই ঘটনা মানবাধিকার লঙ্ঘনে শামিল। তিনি বলেন, ওই মৃত্যুর ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চাপিয়ে দিলে আরও একটি অপরাধ করা হবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সমস্ত সত্য উদঘাটন করুন। সুদীপবাবু বলেন, থানার সিসিটিভি ফুটেজ জনসমক্ষে আনা উচিত। কারণ, পুলিশের ভুমিকা নিয়ে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। সুদীপের দাবি, ময়না তদন্তের রিপোর্ট সঠিক ভাবে প্রকাশ হোক। তাতে কোনও প্রভাব কাম্য নয়। কোনও ধরনের প্রভাব ছাড়া থানার লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক তদন্ত হোক চেয়েছেন তিনি।

এদিকে, বিজেপি বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস আজ মৃত সুশান্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মৃত্যু কোনও ভাবেই কাম্য নয়। তাই, রাজ্য সরকার সর্বোত ভাবে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। ওই পরিবারকে সব রকম ভাবে সহায়তা দেবে। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক আজ মৃত সুশান্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন। তাদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে আপত্তি জানিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন।

অভিযোগ বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতায় ছিলেন তখনও কেন উচ্ছেদকৃদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাও নিলেন না সেই প্রশ্নও তুলেছেন নবেন্দুবাবু।

ব্যস্ত গৃহিণীরা

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে আমরা গোবর দিয়ে সারা উঠান লেপে দিতে হয়। তারপর সেখানে আলপনা আঁকা শুরু করি আমরা। তিনি জানান, আলপনা আঁকার ক্ষেত্রে ভাল নক্সা হওয়া খুবই জরুরি। তবেই, আলপনা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন বাড়াতে উদ্যোগ তৃণমূলের, শুরু হচ্ছে আরও একটি ধরনা কর্মসূচি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বৈঠকের জেরে এমনিতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে, এবার সেই বিতর্কে রাশ টানতে কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন বাড়াতে উদ্যোগী হল তৃণমূল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে আন্দোলনের মাত্রা আরও বাড়াতে চলেছে তৃণমূল। কলকাতায় শুরু হচ্ছে তৃণমূলের আরও একটি ধরনা কর্মসূচি। একদিকে রানী রাসমণি অ্যাভিনিউতে চলছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধরনা বিক্ষোভ। তার পাশাপাশি এবার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অপর ধরনা।

সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী কর্মসূচি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে। সূত্রের খবর, এরপর জেলাওয়ারি ধরনা কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে মেয়ো রোডে। মূলত কলকাতা

মন্ত্রিসভা

আটের পাতার পর

জন্য আজকের দিনটি বিশেষ দিনঊ পুলিশ কমিশনার ব্যবস্থায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো দাবি মেনে নেওয়া হয়েছেঊ মহিলাদের প্রতি অপরাধ রুখতে নতুন পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশ সুপার (এসপি) এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) পদমর্যাদার দু'জন মহিলা অফিসার মোতায়েন করা হয়েছেঊ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, লখনউয়ের জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ এবং নয়ডার জনসংখ্যা ২৫ লক্ষঊ এই ব্যবস্থার ফলে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেঊ উত্তর প্রদেশ সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, লখনউ-এর প্রথম পুলিশ কমিশনার হতে চলেছেন এডিজি সুজিত পাণ্ডেঊ নয়ডার প্রথম পুলিশ কমিশনার হবেন এডিজি অলোক কুমার

ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

কথামতো তাকে চলতে হত। এই নিয়েই সবসময় ঝামেলা লেগেই থাকতো তাদের মধ্যে, বলেন তিনি। রিপনের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। সে প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত।

মৃতার ভাই আরও জানান, সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে রিপন বিশালগড় বাজারেও এসেছিলেন। তারপরই খবর আসে রিপন বাড়ির পাশে রাবার বাগানে গিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। বাগানের এক শ্রমিক মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদের উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মৃত এক

● প্রথম পাতার পর

গেলেও ততক্ষণে বিষ্ণু পদ ঘোষের মৃত মর্গে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ কমিশনারেট

পাচের পাতার পর

জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬ লক্ষ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, পুরো গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ লোক।

জয় ভগবান

পাচের পাতার পর

নরেন্দ্র মোদী শিবাজীর মতোই কাজ করে চলেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তারই পরিচয় বহন করে চলেছে। শিবাজীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর তুলনা করে দেশবাসীকে নিরাপদবোধের অনুভূতি দিতে চাইছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি 'টুডে'স শিবাজী নরেন্দ্র মোদী' নামে একটি বই লিখেছেন এই বর্ষীয়ান নেতা। এরপরেই বইটির নিন্দায় সরব হয় শিবসেনা। নিজের ট্যুইটবার্তায় শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত দাবি করেন যে শিবাজী মহারাজের মহারাষ্ট্রকে অপমান করেছেন জয় ভগবান গোয়েল।

মেয়র পারিষদ

পাচের পাতার পর

৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৫, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১। এর আগে একবার মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল। সেবার তাঁর স্ত্রী চৈতালী প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। দেবব্রত মজুমদার ও রতন দে-ও নিজের ওয়ার্ড সংরক্ষিত হওয়ায় অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন।

দোকান ও রান্নাঘর

তিনের পাতার পর

আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরিশ্রম চিকবরাইক। তিনি জানান, খাবারের খোঁজে গত কয়েকদিন ধরে হাতি বেরিয়ে আসছে এই এলাকায়। এলাকায় বন দফতরের নজরদারি বাড়ানোর কথা জানান তিনি। আপালচাঁদ রেঞ্জ সুত্রে খবর তারা রাতে হাতি তাড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইডির তল্লাশি

তিনের পাতার পর

করে সাদা করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ বহু পুরনো। নোটবন্দির সময়েও পোলক স্ট্রিট, এজরা স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিট, গার্স্টিন প্লেসের একাধিক অফিস থেকে এই ধরনের চক্রকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিয়েছিল আয়কর দফতর। দুপুর পর্যন্ত খবর সবকটি জায়গাতেই তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন গোয়েন্দারা। কতটাকা উদ্ধার হয়েছে, বা কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানাতে পারেন নি ইডির অফিসাররা।

বার্তা মমতার

তিনের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, 'পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য আন্দোলন করে অনেকেঊ পড়ুয়ারা তা করবে নাঊ শুধু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন করছে এমন নয়, গোটা দেশজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।'

উত্তাল হাফলং

তিনের পাতার পর

পিপলস ফোরাম বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

অন্যদিকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন ইএম এল লিমা কেভম বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাদের দাবির ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পাহাড়ে রেল অবরোধের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম-সহ ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরাম।

এদিকে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে তাঁদের দাবি পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা-হলে আগামী দিনে গোটা পাহাড় জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিক্ষোভ-ধরনা শেষে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সভাপতি এল কুকি ডিমা হাসাও জেলাকে দু-ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে এক স্মারকপত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি, চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পাথারকান্দির বিভিন্ন বাজার

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : হাতে আর একদিন, মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পাথারকান্দির বিভিন্ন বাজার। দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। হলে কী, বারো মাসের তেরো পার্বণ বলে কথা। তাই সংক্রান্তির দুদিন আগে থেকেই কেনাকাটার জোয়ার উঠেছে বৃহত্তর পাথারকান্দিতে।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে স্থানীয় সলগই বাজারের সাপ্তাহিক হাটও ছিল যথেষ্ট চাঙ্গা। ক্রেতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শাক-সবজি থেকে মাছ, মোরগ, পাঁঠা, খই, মুড়ি, তিল-মুড়ি-চিড়ের নাড়ু, তিলুয়া, বাতাসা, ফলমূলের দাম গতবারের চেয়ে এবার বেশ চড়া। মুড়ি ও চিড়ে বিকোচ্ছে কেজিপ্রতি ষাট থেকে চল্লিশ টাকা করে। তিলুয়া বাতাসা নকুলদানা ও গুড় কেজিপ্রতি আশি ও পঞ্চাশ টাকা। ফলের মধ্যে আপেল, আঙুর, বেদানা বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে দেড়শো টাকা করে। এছাড়া শীতের সবজি ফুলকপি, বাঁধাকপি, নতুন আলু, লোকাল সিম বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি এক দাম চল্লিশ টাকায়। নারিকেলের জোড়া ষাট টাকা। লোকাল মাছ তিনশো করে প্রতি কেজি দর থাকলেও চালানির মাছের দাম প্রতিকেজি দুশো টাকা। এবার সেই বিখ্যাত চোঙাপিঠে। চোঙাপিঠের মূল উপাদান বাঁশ, মান অনুযায়ী একেকটি বাঁশের দাম কুড়ি থেকে তিরিশ টাকায় বিকোচ্ছে। তবে হাঁস ও মোরগের বাজার দর নাগালের বাইরে। গত দুর্গাপুজোর প্রাকমুহূর্ত থেকে স্থানীয় হাতিখিরা বাগান লকআউট থাকায় স্থানীয় শ্রমিকরা পড়েছেন সংকটে। তাদের হাতে টাকা নেই। তাই এবার সংক্রান্তির বাজারে চা শ্রমিকদের কেনাকাটা প্রায় নেই বললে চলে।

নির্দেশ হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আজ ওই মামলায় চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় ঘোষণা হয়েছে। বিচারপতি সুভাশিষ তালপাত্র উত্তম দেবের পক্ষে রায় দিয়েছেন। বিপ্লব বাবু জানান, তাঁর মক্কেল উত্তম দেব-কে ১৫ দিনের মধ্যে পাম্প অপারেটর পদে পুনর্বহালের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। সাথে, জয়জিৎ মণ্ডলের নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। বিপ্লববাবুর কথায়, ত্রিপুরা হাইকোর্ট পাম্প অপারেটর বারখাস্তে মন্ত্রীর এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আক্রমণ সোনিয়ার

● প্রথম পাতার পর

মূল সমস্যাগুলো থেকে সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে লড়াই করতে হবে।'

উল্লেখ্য, বৈঠকের লক্ষ্য ছিল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে সমস্ত বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করা। সনিয়া গান্ধীর ডাকা সেই বৈঠকে অনৈক্যের ছবিটাই যেন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেল। এদিনের বৈঠকে গরহাজির রইল একাধিক মোদী বিরোধী দল ঊ কেন্দ্র সরকারের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় রণকৌশল স্থির করতে দিল্লিতে ডাকা এই বৈঠকে অনুপস্থিতদের মধ্যে প্রধান দুই মুখ হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উত্তরপ্রদেশের বহুজন সমাজ পার্টির সভানেত্রী মায়াবতী। এর পাশাপাশি সোমবারের বৈঠকে ছিল না অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি, এম কে স্ট্যালিনের ডিএমকে ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা।

এদিকে, দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের বৈঠকের পর দেশের বর্তমান পরিস্তিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীঊ এদিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, বেকারদের চাকরির জন্য সরকারের কী পরিকল্পনা রয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী সে কথা বলুন।

সিএএ-র বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ এবং আগামী পদক্ষেপ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এই বৈঠক শেষে রাহুল বলেন, সরকার আসল সমস্যা সমাধানের বদলে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে। বেকারদের চাকরির জন্য সরকারের কী পরিকল্পনা রয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী সে কথা বলুন। ছাত্রদের কথা শোনা ও তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পরিবর্তে পুলিশকে ব্যবহার করে উল্টে তাঁদেরকেই আক্রমণ করা হচ্ছে।

বেকারত্ব এবং অর্থনীতির বেহাল অবস্থা, এই মুহূর্তে এগুলোই এখন দেশের জ্বলন্ত সমস্যা। সেই সমস্যা নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বার করতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের সবথেকে বেশি 'অপকার' করছেন। রাহুল বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত প্রধানমন্ত্রীর সেই সৎ সাহস নেই। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই। আর সেকারণেই তাঁদের ওপর পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে।"

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পাড়ে ৪২৯ কিমি প্ল্যানটেশন, ৮৮৯.৩০ হেক্টর রাবার চাষ এবং ৭১ হেক্টরে আগরচাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে কি পরিমাণ সেচযোগ্য জমি রয়েছে, কোথায় সেচের প্রয়োজন, শুখা মরশুমে কোথায় চেকড্যাম নির্মাণ প্রয়োজন তা সার্ভে করে পরিকল্পা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত এলাকায় ধান, গম ইত্যাদি বেশি পরিমাণে উৎপাদন হয় সেই সমস্ত এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেচের পরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ এই সকল ফসলগুলি থেকেই আয়ের বেশি সুযোগ থাকে। জলসম্পদ দপ্তর বছরে কি পরিমাণ জমিতে সেচ করবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ কুমারকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী আরও বলেন, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, উদ্যান দপ্তর ও কৃষি দপ্তর যে সমস্ত এলাকায় প্ল্যান্টেশনের কাজ করবে তা ক্লাস্টার ভিত্তিতে করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও আগামী ২ বছরে এই দপ্তরগুলিকে কোন ব্লক এলাকায় কি পরিমাণ এবং কি কি প্ল্যান্টেশন করবে তার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যও সভায় নির্দেশ দেন মুখ্যমী। তিনি বলেন, দপ্তরগুলি বীজ বা চারা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার পাশাপাশি ভালো জাতের চারা ক্রয় করা হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব আরও জানান, এম জি এন রেগায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ৯১ হাজার ৭৫১টি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে ৮৮ হাজার ৮৯৯টি সম্পদের জিও ট্যাগিং করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৫৯২টি পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট করা হয়েছে। বাকি পঞ্চায়েতগুলিতে সোশ্যাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় উপস্থিত সোশ্যাল অডিট ইউনিটের আধিকারিককে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সভায় আরও জানান, শিলাছড়ি, অম্পি, করবুক, মুঙ্গিয়াকামী, তুলাশিখর, ডম্বরনগর, গঙ্গানগর, রইস্যাবাড়ি, ছামনু, দশদা, দামছড়া ও রূপাইছড়ি পিছিয়ে পড়া এই ১২টি ব্লকের জন্য ধার্য করা লেবার বাজেট থেকেও অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ফাণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ঐসব ব্লক এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের মধ্যে রাজ্যের ৮টি জেলায় এম জি এন রেগায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা সভায় জানান।

ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের সভায় মুখ্যমী ছাড়াও উপমুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা, বনমী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক সুভাষ দাস, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, মুখ্য প্রধান বনসংরক্ষক অলিন্দ রস্তোগী, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ এবং রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মহিষাদলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির আধপোড়া দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মহিষাদল, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : পূর্বমেদনীপুরের মহিষাদলে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বাধা অবস্থায় আধপোড়া দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

সোমবার সকালে গেঁওখালী এলাকায় রূপনারায়ণ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মহিষাদল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গেওখালী থেকে আশ্রমের দিকে যাওয়ার রাস্তায় নদীর পাড়ে দেহটিকে দেখতে পান স্থানীয় প্রাতঃভ্রমণকারীরা।

স্থানীয়দের দাবী, ওই যুবকের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া হয়েছে। তাঁর হাত, পা ও গলায় দড়ি বাঁধা ছিল। ঘটনাটি যে খুন সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত পুলিশ। তবে তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি।পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, যুবকটিকে ঘটনাস্থলে খুন করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রমাণ লোপাটের জন্য। এর ফলে তাঁর পরিচয় এখনও উদ্ধার হয়নি। পাশাপাশি থানায় কোনও নিখোঁজের অভিযোগও এখনও আসেনি।

মহিষাদল থানা সূত্রে জানা গেছে, দেহটিকে এদিন ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হবে। কিভাবে যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই পরিষ্কার হবে। পাশাপাশি মৃতের পরিচয় উদ্ধার হলে খুনের মোটিভ সহ দুষ্কৃতীদের বিষয়েও তদন্তে অগ্রগতি হবে বলে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ সূত্রে খবর।

কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক, বিরোধীদের বৈঠক বয়কট করে আক্রমণ মায়াবাতীর

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): অধরাই রয়ে গেল বিরোধী ঐক্যঊ কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলগুলির বৈঠকে যাচ্ছে না বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)ঊ জল্পনা চলছিলই, সোমবার সকালে জল্পনাই সত্য প্রমাণিত হলঊ বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবাতী জানিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের ডাকা বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবে না বিএসপিঊ কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে সোমবার সকালে মায়াবতী টুইট করেছেনঊ টুইটারে মায়াবাতী লিখেছেন, 'রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছে বিএসপি, তা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিএসপি বিধায়কদের নিজেদের দলে শামিল করেছে কংগ্রেসঊ যা বিশ্বাসঘাতকতাঊ' অপর একটি টুইটে মায়াবাতী লিখেছেন, 'এমতাবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীদের বৈঠকে অংশ নেওয়ার অর্থ হল, রাজস্থানে বিএসপি কর্মীদের হতাশ করাঊ এজন্যই বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবে না বিএসপিঊ'

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও একবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবাতীঊ টুইট করে মায়াবাতী লিখেছেন, 'বিএসপি সিএএ এবং এআরসি-র বিরুদ্ধেঊ এই বিভাজনমূলক এবং অসাংবিধানিক আইন প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফের অনুরোধ করছিঊ একইসঙ্গে জেএনইউ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের রাজনীতিকরণ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকঊ' উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বিএসপি নয়, কংগ্রেসের ডাকা বিরোধীদের বৈঠকে গরহাজির থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-ও

উত্তর প্রদেশে প্রথমবার পুলিশ কমিশনার সিস্টেট, অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে পুলিশ সিস্টেম সংস্কারের লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নিল যোগী আদিত্যনাথ সরকারঊ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে, উত্তর প্রদেশে এই প্রথমবার পুলিশ কমিশনারেট সিস্টেমে সিলমোহর পড়লঊ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম স্থাপনের প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভাঊ সোমবার লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাপতিত্বে হওয়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে লখনউ এবং গৌতমবুদ্ধনগর (নয়ডা)-এ পুলিশ কমিশনার সিস্টেম চালু করার ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়া হয়েছেঊ ১৪ জানুয়ারি, মঙ্গলবার থেকে লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম লাগু হয়ে যাবেঊ

বর্তমানে লখনউয়ের ৪০টি থানায় এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে, বাকি পাঁচটি থানায় পুরাতন ব্যবস্থা কার্যকর থাকবেঊ পাঁচটি থানায় একজন এসপি থাকবেনঊ দু'জন কমিশনারের তদারকি করবেন ডিজিপিঊ লখনউ এবং নয়ডায় এডিজি পদমর্যাদার অফিসার কমিশনার হবেনঊ লখনউ এবং মেরঠের আইজি এবং এডিজির ভূমিকা হ্রাস করা হয়েছেঊ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে পুলিশ সিস্টেম সংস্কারের লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেঊ লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম চালু করার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভাঊ যোগী আদিত্যনাথ আরও জানিয়েছেন, পুলিশের জন্য আজকের দিনটি বিশেষ দিনঊ পুলিশ কমিশনার ব্যবস্থায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো দাবি মেনে নেওয়া হয়েছেঊ মহিলাদের প্রতি অপরাধ রুখতে নতুন পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশ সুপার (এসপি) এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) পদমর্যাদার দু'জন মহিলা অফিসার মোতায়েন করা হয়েছেঊ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, লখনউয়ের জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ এবং নয়ডার জনসংখ্যা ২৫ লক্ষঊ এই ব্যবস্থার ফলে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেঊ উত্তর প্রদেশ সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, লখনউ-এর প্রথম পুলিশ কমিশনার হতে চলেছেন এডিজি সুজিত পাণ্ডেঊ নয়ডার প্রথম পুলিশ কমিশনার হবেন এডিজি অলোক কুমার

রাজ্যপালের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিক রাজ্য, পরামর্দাশ মান্নানের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): মনোনীত পদকে অসম্মানিত করার কথা কখনও ভাবতে পারিনি। আমরা ধিক্কার জানিয়েছি। সোমবার এই মন্তব্য করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানঊ

বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল মতানৈক্য চলছেঊ আগামী ১৭ জানুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী ও কিছু দলের পরিষদীয় নেতাকে আলোচনার জন্য ডেকেছেন রাজ্যপালঊএ প্রসঙ্গে মান্নান আজ বিধানসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ওই দিন দিল্লিতে থাকার কথা আমাদের। রাজ্যপাল সর্বদল বৈঠক ডাকলে যেতে হয়। সংবিধানে রাজ্যপাল গৌরবজনক পদ। বিভিন্ন সময়ে আমরা অনেক রাজ্যপালকে দেখেছি। কিন্তু এমন রাজ্যপালকে অসম্মান করার কথা ভাবতে পারিনি। নজিরবিহীন কাজ এভাবে যেন না হয়। আমরা আবেদন করব যেন তাঁর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়া হয়ঊ"

সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীকে পাশে বসিয়ে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিকদের বলেন, "রাজ্যপালের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তাঁর সঙ্গে আমরাও আলোচনা করতে চাই। দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলব। মব লিঞ্চিং বিল নিয়ে নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এসসি এসটি কমিশনের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিষয়টায় কী আছে আমরা জানি নাঊ

রাজ্যপাল যে এই বৈঠক ডাকলেন তা অসাংবিধানিক বলব না। তবে নজিরবিহীন ঊ ভাড়াটে বিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে এভাবে দুবার।

কাল মুম্বইয়ে মুখোমুখি ভারত অস্ট্রেলিয়া, কার ওপর থাকছে নজর ?

তিন ম্যাচের একাদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজে আগামীকাল, ১৪ জানুয়ারি, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তাদের শেষ ভারত সফরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-২ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া, দুই তারকা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ এবং ডেভিড ওয়ার্নারকে ছাড়াই। এবার তাদের দলের একমাত্র উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিত খেলোয়াড় হলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, যিনি মানসিক অবসাদের কারণে অনির্দিষ্টকালের বিরতি নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে।প্রথম ম্যাচে কী কী বিষয়ে নজর রাখবেনওয়াংখেড়েতে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ডভারতের বিরুদ্ধে ১৩৭টি ম্যাচ খেলে ৭৭টি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মাটিতে অবশ্য জয়ের অনুপাত তুলনায় কম, যেহেতু ৬১টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২৯টি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মুম্বই নিঃসন্দেহে মাঠ হিসেবে তাদের কাছে বিশেষ, কারণ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তিনটি ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এই মাঠে শেষবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হয় ২০০৭ সালের ১৭ অক্টোবর। সেই ম্যাচ দু''উইকেটে জিতে নেয় ভারত, জাহির খান এবং মুরলী কার্তিকের অপরাজিত ৫২ রানের পার্টনারশিপের দৌলতে।টেস্ট ক্রিকেটে ভেলকি দেখানোর পর এবার একদিনের ম্যাচে অভিষেক হতে চলেছে অস্ট্রেলিয় ব্যাটিংয়ের নতুন মহাতারকা মার্নাস লাবুশানের। কিন্তু সাদা বলের খেলায় যেহেতু তিন নম্বরে সম্ভবত ব্যাট করবেন স্টিভ স্মিথ, লাবুশানে কত নম্বরে নামবেন তা এখনও স্পষ্ট নয।যার্নাব-স্মিথেব প্রত্যাবর্তনগতবার অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের সময় এক বছরের আন্তর্জাতিক নির্বাসনে ছিলেন এই জুটি। ময়দানে ফিরে আসার পর থেকে ১৫টি ম্যাচে গড়ে ৫২.১৫ রান করে ৬৭৮ রান নিজের ঝুলিতে পুরেছেন স্মিথ, এবং ১৬টি ম্যাচে ৬৯২ রান করেছেন ওয়ার্নার, গড় রান ৪৬.১৩।অস্ট্রেলিয়া বনাম রোহিত শর্মাএই মুহূর্তে সম্ভবত তাঁর কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন রোহিত শর্মা, সে যে কোনও ফরম্যাটের ক্রিকেটই হোক। এবং ভুললে চলবে না যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর রেকর্ড একটু বেশিই ভালো। ক্যাঙ্গারুদের বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি ম্যাচ খেলে ২,০৩৭ রান করেছেন রোহিত, গড় রান ৬১.৭২, যার মধ্যে রয়েছে সাতটি সেঞ্চুরি এবং আটটি হাফ-সেঞ্চুরি। এমনকি একদিনের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডবল সেঞ্চুরি পর্যন্ত রয়েছে রোহিতের।আর একটা সেঞ্চুরি হলেই কোহলি-শচীন সমান সমানঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আটটি একদিনের সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। আর একটি করলেই তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলবেন, যে রেকর্ড আপাতত

রয়েছে শচীন রমেশ তেন্ডুলকরের নামে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৭টি ম্যাচ খেলে ১,৭২৭ রান করেছেন ভারতের ৩০ বছর বয়সী অধিনায়ক, গড় রান ৫৩.৯৬।ইলফলকের কাছাকাছি ধাওয়ানঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১,০০০ রানের মাইলফলক ছুঁতে গেলে আর মাত্র ২৫ রান করতে হবে ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ানকে। এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চারটি সেঞ্চুরি এবং চারটি হাফ-সেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে ধাওয়ানের। তবে এক্ষেত্রে কিঞ্চিত সমস্যায় পড়েছেন নির্বাচকরা, কারণ সাদা বলের ক্রিকেটে টপ ফর্মে রয়েছেন কে এল রাহুল, সুতরাং ভারতের ওপেনিং জুটি কী হবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।গতবার অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের সময় রীতিমত সংহার মূর্তি ধরেছিলেন প্যাট কামিন্স। পাঁচটি ম্যাচে তুলে নিয়েছিলেন ১৪টি উইকেট, যার মধ্যে একটি ম্যাচে চার এবং আরেকটি ম্যাচে পাঁচ উইকেট নেন তিনি। বর্তমানে আগুনে ফর্মে রয়েছেন এই তারকা পেস বোলার, এবং কোহলি অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষে নিশ্চিতভাবেই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবেন তিনি।

নাইট শিবিরে ধাক্কা, আইপিএল খেলতে পারবেন না তাম্বে

আইপিএল শুরুর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে ধাক্কা। ২০২০ সালের আইপিএল-এ খেলতে পারবেন না প্রবীণ তাম্বে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক কর্তা সোমবার বলেন, ""''বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী আইপিএল-এ খেলতে হলে বিশ্বের অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারবেনা ভারতীয়রা।""''টি টেন-এর ড্রাফটের জন্য নিজের নাম পাঠিয়েছিলেন ৪৮ বছরের তাম্বে। সিন্ধির হয়ে গতবছর টি ১০ টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন তিনি। এতে তাম্বে বোর্ডের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে জানান বোর্ডের সেই কর্তা। এই কারণেই কেকেআর-এর হয়ে এ বার আইপিএল খেলা হবে না তাম্বের।এ বারের নিলামে বেস প্রাইস ২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে নিয়েছিল নাইটরা। তার পরেই তাম্বে বলেছিলেন, বয়স মাথায় রেখে তিনি মাঠে নামেন না। ফিটনেসের দিক থেকেও ভাল জায়গাতেই তিনি রয়েছেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর মাঠে নামা হচ্ছে না।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের এই জুটি২০১৩ সালে আইপিএল অভিষেক ঘটেছিল তাম্বের। সেই সময়েই তাঁর বয়স ছিল ৪১। রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাত লায়ন্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রবীণ ক্রিকেটারের। আইপিএল-এ এখনও পর্যন্ত ৩৩টি ম্যাচ থেকে ২৮টি উইকেট নেন তিনি। আবু ধাবির টি ১০ টুর্নামেন্টখেলায় আইপিএল-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেল তাম্বের জন্য।খেলার অনুমতি পেলেন না তারকা স্পিনার, আইপিএল শুরুর আগেই ধাক্কা কেকেআরেরসংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবছরের আইপিএলে খেলতে পারবেন না দলের বর্ষীয়ান স্পিনার প্রবীণ তাম্বে। বিসিসিআইয়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার জেরে আগামী আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে তাম্বেকে। সরকারিভাবে এখনও ঘোষণা করা না হলেও, আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে একথা জানিয়েছেন।প্রবীণের খেলা নিয়ে মূল বাধা ছিল বিসিসিআইয়েরই একটি নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি থাকলে কোনও ক্রিকেটার অন্য কোনও টি-টোয়েন্টি বা টি-১০ টুর্নামেন্ট খেলতে পারেন না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনও ক্রিকেটারের চুক্তি থাকলে, তিনি বিদেশের কোনও লিগে শুধুমাত্র ৪০ ওভার, ৩ দিন ও পাঁচদিনের ক্রিকেট খেলতে পারবেন।

তাও, বিসিসিআই এবং যে রাজ্যের হয়ে তিনি ক্রিকেট খেলেন, সেই রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার অনুমতি নিয়ে। মুশকিল হল, সম্প্রতি প্রবীণ তাম্বেকে (ঞ্চন্থস্তুদ্র ঠথ্বদ্বত্নত্র) দেখা গিয়েছে আবু ধাবিতে টি-১০ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে। সেখানে রীতিমতো সফলও হন তাম্বে। একটি হ্যাটট্রিকও করেন তিনি। এই টি-১০ টুর্নামেন্টে খেলেই বিপাকে পড়েছেন তাম্বে। বিসিসিআইয়ের শর্ত লঙ্ঘনের জেরে আইপিএল থেকে বরখাস্ত করা হল তাঁকে। আগেই বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছিল, তাম্বের খেলা না খেলা নির্ভর করছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে।নিলামে প্রবীণ তাম্বেকে কিনে চমক দিয়েছিল কেকেআর। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৪৮ বছর বয়সে পেশাদার ক্রিকেট খেলার অনন্য নজিরের সামনে ছিলেন তাম্বে। মজার কথা হল, দলের কোচ ম্যাককালামের থেকেও দশ বছরের বড় প্রবীণ। এর আগে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে ভাল পারফর্ম করেছেন এই ৪৮ বছর বয়সী লেগ-স্পিনার। কেকেআর শিবির স্পিন বিভাগে গভীরতা বাড়ানোর উদ্দেশেই কিনেছিল প্রবীণকে। পীযূষ চাওলার পরিবর্ত হিসেবে কেনা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, কেকেআরের কোনও উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না। বিসিসিআইয়ের নিয়ম না মেনে টি-১০ টুর্নামেন্ট খেলায় নির্বসিত হতে হল প্রবীণকে।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে টাইব্রেকারে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই হয়েছে। কিন্তু, নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ে গোল না হওয়ায় শেষপর্যন্ত খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। আর তাতে অ্যাটলেটিকোকে ৪১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রিয়াল।টাইব্রেকারে রিয়ালের শেষ শটটি নেন সার্জিও র‍্যামোস। তিনি গোল করতেই রিয়ালের খেতাব নিশ্চিত হয়। এই নিয়ে ১১ বার সুপার কাপ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। আর রিয়ালের কোচের পদে দ্বিতীয়বার আসীন হয়ে প্রথমবার কোনও খেতাব জিতলেন জিনেদিন জিদান। এর ফলে এখনও পর্যন্ত কোচিং জীবনে মোট দশটি খেতাব জিতলেন তিনি।শুভানুধ্যায়ীর হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত বদল, ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে খেলবেন না সোনিপ্রথম থেকে গোলশূন্য থাকলেও ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন অ্যাটলেটিকোর মোরোতা। কিন্তু, রিয়ালের ভ্যালভার্দে ফাউল করে তাঁকে কোনওরকমে আটকান। এর ফলে ভ্যালভার্দে লাল কার্ডও দেখেন। আর এই ঘটনাটাকেই ম্যাচের অন্যতম মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমোনে।তাঁর কথায়, মোরোতা যদি গোল করতে পারত তা হলে হয়তো তাঁরাই শেষ হাসি হাসতেন। অন্যদিকে ভ্যালভার্দে জানিয়েছেন যে তাঁর ফাউল করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এর জন্য তিনি মোরোতার কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। অন্যদিকে উচ্ছ্বসিত রিয়াল কোচ জিদান বলেন, "আমি ফুটবলার হিসেবে বেশকিছু সাফল্য পেয়েছি। এবার কোচ হিসেবেও সাফল্য পাচ্ছি। ফুটবলারদেরেই অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সাফল্যের জন্য। ওরা যদি পরিশ্রম না করত। ভাল না খেলত, তা হলে এই সাফল্য আমি পেতাম না।"

বুমরাহের বলে আউট বিরাট, তারপর যা বললেন ভারত অধিনায়ক

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে নেট সেশনে বুমরাহের বলে আউট হলেন বিরাট কোহলি। এদিন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে প্রস্তুতি করার সময় নেট সেশনের শেষ বলে জসপ্রীতের ডেলিভারিতে ক্যাপ্টেন কোহলি বোল্ড আউট হন। যারপর সতীর্থ বুমরাহের প্রশংসায় বিরাট।বিরাট বলেন, "জসপ্রীত দেশের হয়ে চার বছর খেলছে। এই নিয়ে সম্ভবত দ্বিতীয়বার আমায় নেটে আউট করল। এর আগে সম্ভবত ২০১৮ সালে অ্যাডিলেডে একবার আমায় আউট করেছিল। এরপর বোধহয় এই দ্বিতীয়বার আমায় নেটে আউট করেছে। আমি আউট হয়ে খুশি, এই প্রতিযোগিতাটা আমার বেশ মজাই লাগে। বুমরাহ দারুণ ক্রিকেটার। বুমরাহের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। ব্যাটিং করার সময় আমি সবসময়ই ওকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।"শেষটায় মজা করে বিরাট জুড়েছেন, "পরে বুমরাহের সঙ্গে দেখা হলে, জিজ্ঞাসা করবেন, আমাকে আউট করে ওর কেমন লাগলো।"প্রসঙ্গত ওডিআইয়ে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা বোলার বুমরাহ। ওডিআইয়ে এখন ১ নম্বরে রয়েছেন জসপ্রীত। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতেও বেশ ধারাবাহিক বোলার। চোটের কারণে এই মুহূর্তে অবশ্য বেশ কিছুদিন দলের বাইরে ছিলেন জসপ্রীত। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের আগে বুমরাহের পিঠের চোট ধরা পড়ে।যারপর ২০২০ সালে নতুন বছরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয় জসপ্রীত প্রতাবর্তন করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বুমরাহ ২ উইকেট পেয়েছে। এবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে তাঁর বোলিং পারফর্ম্যান্সের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় দল।

আইপিএলে নেই নাইটদের নয়া অতিথি

মুম্বই: ডিসেম্বরে ত্রয়োদশ আইপিএলের নিলামে নতুন অতিথি হিসেবে নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। প্রবীণ ক্রিকেটার হিসেবে ত্রয়োদশ আইপিএলের নিলামে ডাক পেয়ে নজির গড়েছিলেন বছর আটচল্লিশের অভিজ্ঞ স্পিনার প্রবীণ তাম্বে। কিন্তু বিসিসিআই''য়ের নিয়মের গেড়োয় প্রবীণ ক্রিকেটার হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিলে খেলা হচ্ছে না তাঁর।কানাডার মাটিতে টি-১০ লিগে অংশগ্রহণ করায় আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণে খেলা হচ্ছে না তাম্বের। বিসিসিআই''য়ের কার্যনির্বাহী এক আধিকারিকের নিশ্চিত করেছেন এ বিষয়ে। বিসিসিআই''য়ের কার্যনির্বাহী ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, "বিসিসিআই''য়ের নিয়মে স্পষ্ট উল্লেখিত আছে আইপিএল খেলা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার বিশ্বব্যাপী অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই টি-১০ লিগের অংশগ্রহণ করে তাম্বের আইপিএল খেলার বিষয়টি বিসিসিআই''য়ের প্রোটোকল বিরোধী। সুতরাং তিনি আসন্ন আইপিএলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"বেস প্রাইস ২০ লাখ টাকায় ত্রয়োদশ আইপিএলে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি নাইট রাইডার্সে নাম লেখানো তাম্বের আইপিএল অভিষেক হয়েছিল ২০১৩। ৪১ বছর বয়সে দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ অভিষেকে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেছিলেন এই লেগ-স্পিনার। এযাবত ৩৩টি আইপিএল ম্যাচে তাঁর নামের পাশে লেখা রয়েছে ২৮টি উইকেট।উল্লেখ্য, আসন্ন আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়েছেন অজি ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স। ১৫.৫ কোটি টাকায় পার্পল ব্রিগেডে নাম লিখিয়ে ইতিহাস গড়েন তিনি। বেন স্টোকসকে ছাপিয়ে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তিনিই। আগামী ২৯ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ। ২৪মে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল।

কোহালির থেকে অনেক পিছিয়ে স্মিথ, সিরিজ শুরুর আগে বললেন গম্ভীর

আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট কোহালি শীর্ষে। দু'' নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। পয়েন্টের বিচারে স্মিথকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন কোহালি। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা ওয়ানডে সিরিজে দুই তারকার মধ্যে মাঠেই জোর "টক্কর" হবে।ওয়ানডে সিরিজের বল গড়ানোর আগে দেশের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর ভারত অধিনায়ককে স্মিথের থেকে বহু এগিয়ে রাখছেন। ওয়ানডে-তে ১১ হাজার রানের মালিক কোহালি। ৪৩টি সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন তিনি। ওয়ানডে-তে স্মিথ এখনওচার হাজার রানকরতে পারেননি। অজি ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি রয়েছে আটটি। গম্ভীর বলছেন, """সাদা বলের ক্রিকেটে স্মিথের থেকে অনেক এগিয়ে কোহালি। দু'' জনের মধ্যে কোনও তুলনাই হয় না। সাদা বলের ক্রিকেটে আমি কোহালি ও স্মিথের মধ্যে তুলনা করতে রাজি নই। স্মিথ কত নম্বরে ব্যাট করতে নামে সেটাই আমি দেখতে চাই। অস্ট্রেলিয়া কি স্মিথকে চার নম্বরে ব্যাট করতে পাঠাবে নাকি তিনে ওকে পাঠিয়ে চারে লাবুশানেকে নামাবে? সেটাই আমি দেখতে চাইছি।""অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের এই জুটিদেশের প্রাক্তন বাঁ হাতি ওপেনারের মতে, যশপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ শামির "বিষাক্ত" ডেলিভারি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের বেগ দেবে। চোট সারিয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরেছেন বুমরা। দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেসার নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। অজিদের বিরুদ্ধে বুমরার পারফরম্যান্স দেখার অপেক্ষায় সবাই। বুমরা ও শামি কি বেগ দিতে পারবেন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারকে?গম্ভীর বলছেন, """ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যারন ফিঞ্চের মতো ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বুমরা ও শামি কেমন বল করে, সেটা দেখতে চাই।"""গতির হেরফের ঘটিয়ে ব্যাটসম্যানদের বেগ দিতে পারেন বুমরা। শামির গতিও ঝামেলায় ফেলে ব্যাটসম্যানদের। গম্ভীরের মতে, গতির ঝড় তুলে ফ্ল্যাট পিচেও উইকেট নিতে পারেন বুমরা ও শামি। অজিদের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি পরীক্ষা দিতে হবে ভারতীয় বোলারদেরও।

ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত বিশ্বসেরা শাটলার

কুয়ালা লামপুর: বছরের প্রথম ট্রফি জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হলেন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা কেনতো মোমোতা। ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দেশে ফেরার বিমান ধরার আগেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় নাকে ও মুখমণ্ডলে একাধিক চোট নিয়ে।মালয়েশিয়া মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মোমোতা দেশে ফেরার জন্য হোটেল থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন যে গাড়িতে, ভোর রাতে সেই গাড়িটিই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ধীর গতিতে যাওয়া একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে তারকা শাটলারদের গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালকের। জাপানি শাটলার ছাড়াও গাড়িতে উপস্থিত ছিল তাঁর কোচিং স্টাফরাও।কেনতোর নাকের হাড় ভেঙেছে। মুখে একাধিক জায়গায় কেটে গিয়েছে। আহত হয়েছেন তাঁর সহকারী কোচ, ফিজিও থেরাপিস্ট ও একজন ব্যাডমিন্টন অফিসিয়ালও।স্থানীয় সময় ভোর ৪টে ৪০ নাগাদ হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ধোনির জন্য বন্ধ ভারতীয় দলের দরজা, এবার বিরাট কোহলি করলেন বড় ইশারা

গত বছর জুলাইয়ের পরে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আর খেলেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাহলে কি অবসরের কথা ভাবছেন, এই বিষয়ে অবশ্য নীরবতা ভাঙেননি তিনি। ধরা হচ্ছে অক্টোবরের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজ দলে ফেরত আনা হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। এরপরেই শুরু হয়েছিল ফিসফাস তাহলে কী ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনি জমানা শেষ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, তিনি শিখর ধাওয়ান, কেএল রাহুলকে প্রথম একাদশে রাখতে চান। প্রয়োজন হলে তিনি নিজে নেমে যাবেন ৪ নম্বরে। তার মানে ধাওয়ান ও রোহিত ইনিংস ওপেন করবেন। তিনে নামবনে কেএল রাহুল। আর বিরাট নিজে ধোনির মতো মিডল অর্ডারে নামবেন। এই কথার সূত্র ধরেই বলা হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট মিডল অর্ডারে ধোনির অভাব পূরণ করার জন্য এই প্ল্যানিং শুরু করেছে দলের সজন্য সেরা একাদশে একাধিক বিশ্বস্ত প্লেয়ারকে পাওয়ায় খুশি অধিনায়ক। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ব্যাটিং ক্রমতালিকায় নীচে নেমে গেলেও নিজেকে অসুরক্ষিত মনে করছেন না তিনি।

NO.F.1(201)-RIPSAT/ALU/2019/2596-97
Dated, Agartala:- 09.01.2020.
Short-Term Tender Notice

Sealed Tenders are invited from reputed firms who have satisfactorily executed for the works of Aluminium partition/ fixation with ply board at RIPSAT complex. The works details/ specification and Terms & conditions are available in the notice board or office of the undersigned.

1. Location (Side)	Ripsat- News building (Block-A), Abhoynagar Agartala, Near G.B. Bazar.
2. Estimated Cost :	Rs. 2 Lacs.
3. E.M.D :	Rs. 4,000/-In favour of the Principal, RIPSAT,
	through DD/Cheque, payable at SBI, Kunjaban Br.
4. Last Date for Submission of : tenders	22.01.2020
5. Opening of Tenders :	29.01.2020

The Tenderers/quotationers or their authorized representatives are requested to be present at the time of opening.

Principal, RIPSAT.

CORRIGEN DUM.

Please read "The Last date of receiving application on 14-01-2020 upto 4.00 P.M.instead of **06/01/2020** upto 4.00 PM & issue of tender form on 18-01-2020 upto 4.00 P.M, **instead of 09/01/2020** upto 4.00 PM. The last date of dropping of tender on 21-01-2020 upto 3.00 P.M.instead of **14/01/2020** upto 3.00 PM. against the SHORT NOTICE INVITING TENDER No.08/EE/WRD-1/2019-20,Dated 26/12/2019 Circulated vide MemoNo.F.16(2)/EE/WRD1/4780-48, Dated,26-12-2019. and opening of tender at 16.00 hrs. On 21-01-2020 If possible. All other terms and conditions will remain unchanged.

ICA/C-2155/2019-20

(Er.Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No. I,
Kunjaban,Agartala.
Office Phone No - 0381-235-0206

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/KD/2019-20 dated 07/01/2020

The Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD (R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on 20.01.2020 for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIT No: 19/EE/ KD/2019-20	Rs. 19,59,018.00	Rs. 19,599.00	90 Days
2.	DNIT No: 20EE/KD/ 2019-20	Rs. 24,05,772.00	Rs. 24,058.00	90 Days
3.	DNIT No: 21/EE/ KD/2019-20	Rs. 24,18,968.00	Rs. 24,190.00	180 Days
4.	DNIT No: 22/EE/ KD/2019-20	Rs. 14,58,113.00	Rs. 14,581.00	120 Days

Bid submission start date 20/12/2019 & Last date of issue of tender form is on 20/01/2020 up to 14.00 hrs. And last date of dropping tender form is on 20/01/2020 up to 15.00 hrs. The tender will be opened on the same day at 16.00 hrs if possible. For more details kindly Visit: https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C-2162/2019-20

Executive Engineer
Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER

No:1(51)SAMT/MS/AYUSH/18/(SUB-3) Dt : 04/01/2019

e-Tender is hereby invited on behalf of the State Heath and Family Welfare Society, Tripura form resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/Agency in the State of Tripura for "PROCUREMENT OF EQUIPMENTS & PATHOLOGICAL ITEMS FOR AYUSH HEALTH INSTITUTIONS, TRIPURA" 2019 UNDER SH & FWS, TRIPURA."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The Last date/time of submission of the tender documents by online upto 31/01/2020 at 4.00 PM. All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(Aditi Majumder, TCS, SSG)
Mission Director, NHM
Govt. of Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-20 Dated 07/01/2020
The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector under taking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22/01/2020 for the following work:-

Sl NO.	Name of the work	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	DNIeT No:45/EE/MNP/PVVD(R&B)/2019-20 ESTIMATED COST: Rs. 19,32,715.00 EARNEST MONEY: Rs.19,327.00	06(Six)Months	U pto 15.00 Hrs on 24/01/2020	At 15.00 Hrs on 24/01/2020	http://triputatgenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:46/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-20 ESTIMATED COST: Rs. 13,79,421.00 EARNEST MONEY: Rs.13,794.00					
3	DNIeT No:46/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-20 ESTIMATED COST: Rs. 11,15,603.00 EARNEST MONEY: Rs. 11,156.00	03(Three) Months				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Submission of bids physically is not permitted.
Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online Payment facility provided in the Portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported Payment Mode like Net Banking/ Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1,000.00 (Rupees One Thousand) only, as paid electronically over the Online Payment jacility, is Non-Refundable,

ICA/C-2166/2019-20

Executive Engineer
Mohanpur Division
PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura

জাগরণ 14 January, 2020, Tuesday আগরতলা ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২৮পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

যুব কংগ্রেস সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুব কংগ্রেস সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই বিবিন্ন জেলা কমিটিগুলি পুনঃগঠন ও পুনঃ বিন্যাস করা হয়েছে। এডিসি এলাকাতেও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া জারী রাখা হয়েছে। যুব কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলা সফর করে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। তাতে যুবক-যুবতীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছেন বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন।

এইমসে চিকিৎসাধীন ভীম আর্মির প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদকে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভে পুরনো দিল্লির দরিয়াগঞ্জ এলাকায় ১৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। তদন্তে নেমে এই হিংসার পেছনে চন্দ্রশেখর আজাদের ইন্ধন দেওয়ার প্রমাণ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা চন্দ্রশেখর আজাদ বর্তমানে তিহার জেলে রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে সোমবার এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজাদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন তিনি পলিসাইথেমিয়ার রোগী। এই রোগে লোহিত কণিকার মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে শরীরে বেড়ে যায়। বর্তমানে এইমসের হেমাটোলজির বিভাগে চিকিৎসাধীন।

দিল্লি আদালতকে আজাদ জানিয়েছিলেন যে তিনি পলিসাইথেমিয়ার রোগী। ফলে তাঁকে এইমস হাসপাতালে ক্রমাগত চিকিৎসার প্রয়োজন। এরপরেই ৯ জানুয়ারি দিল্লি আদালত এইমসে আজাদের চিকিৎসা করানোর নির্দেশ দেয় তিহার জেল কর্তৃপক্ষকে।

উত্তর প্রদেশে প্রথমবার পুলিশ কমিশনার সিস্টেম, অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে পুলিশ সিস্টেম সংস্কারের লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নিল যোগী আদিত্যনাথ সরকারঊ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে, উত্তর প্রদেশে এই প্রথমবার পুলিশ কমিশনারেট সিস্টেমে সিলমোহর পড়লঊ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম স্থাপনের প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভাঊ সোমবার লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাপতিত্বে হওয়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে লখনউ এবং গৌতমবুদ্ধনগর (নয়ডা)-এ পুলিশ কমিশনার সিস্টেম চালু করার ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়া হয়েছেঊ ১৪ জানুয়ারি, মঙ্গলবার থেকে লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম লাগু হয়ে যাবেঊ

বর্তমানে লখনউয়ের ৪০টি থানায় এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে, বাকি পাঁচটি থানায় পুরাতন ব্যবস্থা কার্যকর থাকবেঊ পাঁচটি থানায় একজন এসপি থাকবেনঊ দু'জন কমিশনারের তদারকি করবেন ডিজিপিঊ লখনউ এবং নয়ডায় এডিজি পদমর্যাদার অফিসার কমিশনার হবেনঊ লখনউ এবং মেরঠের আইজি এবং এডিজির ভূমিকা হ্রাস করা হয়েছেঊ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে পুলিশ সিস্টেম সংস্কারের লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেঊ লখনউ এবং নয়ডায় পুলিশ কমিশনার সিস্টেম চালু করার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভাঊ যোগী আদিত্যনাথ আরও জানিয়েছেন, পুলিশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার গণতান্ত্রিক ঐক্য মঞ্চ ও ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় এক র্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

তীর্থমুখে আজ মকর সংক্রান্তি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজন্য আমলে চলে আসা রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী মেলা হিসাবে পরিচিত তীর্থমুখের মকর সংক্রান্তি মেলা। আগামী ১৪ই জানুয়ারি বিকাল চারটায় মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। থাকবেন মন্ত্রী সভার আরো দুইজন মন্ত্রী। মেলা চলবে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত। ঐতিহ্যবাহী তীর্থমুখের মকর সংক্রান্তি মেলাকে সার্বিঙ্গিনভাবে সফল করতে গোমতীর উৎসস্থল তীর্থমুখে চলেছে শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। মহকুমা শাসক সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বভার কর্মকর্তারা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে প্রস্তুতিকাজে ছাপিয়ে পরেছেন। ভৌগলিক অবস্থানগত প্রতিকূলতা এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের অপ্রতুলনা কারণে সময় মত প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করতে আধিকারিকদের প্রচন্ড বেগ পেতে হচ্ছে।

তারপরেও প্রস্তুতি কাজে যাতে কোনরকম ঘাটতি না থাকে তার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রেখে চলেছে মেলা কমিটির আহ্বায়ক তথা করবুক মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এল. ডার্লং। ইতিমধ্যে মেলায় আগত দোকানীদের মধ্যে ৫১২টি ভিটি বন্টন করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই দোকানীরা ধীরে ধীরে তাদের মালপত্র নিয়ে মেলার মাঠে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার একদিন আগে থেকেই পূর্ণার্থীরা তীর্থমুখের পূণ্যস্থানে সমবেত হতে শুরু করে দেয়। তাই দোকানীরাও আগে থেকেই তাদের পসরা সাজিয়ে প্রস্তুত। তীর্থমুখের মকর সংক্রান্তি মেলায় প্রতিবছর লক্ষাধিক পূর্ণার্থী সমবেত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন রাজ্যের এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও অনেক পূর্ণার্থী তীর্থমুখের মেলায় অংশগ্রহণ করে। এবছরও দুই আড়াই লাখ পূর্ণার্থী মেলায় সমবেত হবে ধরে নিয়ে সমস্ত রকম প্রস্তুতি কাজ সেরে নেওয়া হচ্ছে। পূর্ণার্থীদের রাত্রি যাপন করার জন্য মেলা প্রাঙ্গণের চারিদিকে অস্থায়ী যাত্রীসেড গড়ে তোলা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় যাত্রীসেডের সংখ্যা বৃদ্ধিকরা হয়েছে বলে জানান বিডিও জয়ন্ত দেব। স্থায়ী শৌচালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী শৌচাগার ও নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ১২০টি হাইড্রন পয়েন্টের মাধ্যমে পুরো মেলা চত্বরে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। রঙ বেরঙের আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মেলা প্রাঙ্গণকে। মোলার মাঠের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী সমস্ত রাস্তায় আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর পুলিশ ও টিএসআর সহ মোট এক হাজার জওয়ান মেলা উপলক্ষে মেতায়েন করা হবে।

তারা মেলার মাঠের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রামভদ্র থেকে তীর্থমুখ এবং তীর্থমুখ থেকে মন্দিরঘাট রাস্তায় দিবারাত্রি অত্যন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকবে। তাছাড়াও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে সাদা পোশাকেও পুলিশ মোতায়েন থাকবে। রাস্তায় যাতে কোন রকম যানজট না হয় তার জন্য ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি থাকবে। ইতিমধ্যে জোরাতালি দিয়ে কোন রকম রাস্তার মেরামতি কাজ সেরে নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টলের পাসাপাশি স্টলের মাদ্যমে জনজাতিদের বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি তোলে ধরা হবে বলে জানান মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এল. ডার্লং। জনজাতি অংশের পূর্ণার্থীদের তীর্থমুখ মেলায় আসা যাওয়া করতে রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লক থেকে একটি করে বাসের ব্যসস্থা করবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। মেলার বাজেট ধার্য্য করা হয়েছে ঘোলো লাখ টাকা। যার অর্ধেক অর্থাৎ আট লাখ টাকা আসবে ভিটি বন্টন থেকে। বাদবাকি আট লাখ টাকা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে চাওয়া হয়েছে।

যদিও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর দাবি মত সম্পূর্ণ টাকা দিবে কিনা এব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই বলে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়। অভিযোগ রাজ্যের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী মেলা বা উৎসব গুলির ন্যায় রাজন্য আমল থেকে চলে আসা তীর্থমুখের পৌষ সংক্রান্তি মেলার প্রতি সরকারের তেমন নজর নেই। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত বলে এই মেলাটি বছরের পর বছর বিভিন্ন ভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে। তারপরেও পূর্ণার্থীরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার টানে প্রতি বছর শত প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে তীর্থমুখে ছুটে আসে। গতবছর মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছিলেন আগামী এক বছরে তীর্থমুখের চেহারা পাল্টে যাবে। সত্যি কি কিছু পাল্টেছে কিনা তা এবার মেলায় আগত পূর্ণার্থীরাই ভালো বলতে পারবে। পাশাপাশি এবছর মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন? সেদিকে তাকিয়ে আছে সকলে।

বিশেষ আদালত গঠন অসাংবিধানিক, মুশারফকে স্বস্তি দিল লাহোর হাইকোর্ট

লাহোর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফকে গত ১৭ ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল পাকিস্তানের বিশেষ আদালতঊ বিশেষ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত ডিসেম্বর মাসেই লাহোর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পারভেজ মুশারফঊ মুশারফের হয়ে লাহোর হাইকোর্টে আবেদন জানান আজহার সিদ্দিকিঊ আবেদন উল্লেখ করা হয়, পারভেজ মুশারফকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নিঊ বিশেষ আদালত হঠাতকরে এবং দ্রুততার সঙ্গে রায় ঘোষণা করেছেঊ মুশারফের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ আদালত গঠনকেই 'অসাংবিধানিক' ও 'বেআইনি' আখ্যা দিল লাহোর হাইকোর্ট।

সরকার পক্ষ এবং মুশারফের আইনজীবীর সওয়াল-জবাব শোনার পর সোমবার রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল লাহোর হাইকোর্টঊ এরপর বিকেলেই বিচারপতি সৈয়দ আজহার আলি আকবর নকভি, বিচারপতি মুহাম্মদ আমীর ভাট্টি এবং বিচারপতি চৌধুরী মাসুদ জাহাঙ্গির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, বিশেষ আদালত গঠন 'অসাংবিধানিক' ও 'বেআইনি'ঊ ২০০৭ সালে সংবিধান বাতিল করে সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন পারভেজ মুশারফঊ মুশারফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফঊ ২০১৪ সালেই মুশারফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের চার্জ গঠন করা হয়ঊ চার্জগঠন হওয়ার পাঁচ বছর পর গত ১৭ ডিসেম্বর মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় পাকিস্তানের বিশেষ আদালতঊ লাহোর হাইকোর্টের এদিন রায়ে যথেষ্ট স্বস্তি পেলেন পারভেজ মুশারফ।

সাধারণতন্ত্রের প্যারেডে দেখা যাবে রাফাল, তেজস

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির সাধারণতন্ত্রের প্যারেডে নিজেদের অস্ত্রাগারে থাকা অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র রোধী অস্ত্র প্রদর্শিত করা হবে বলে জানাল ভারতীয় বায়ুসেনা।

এবারের ২৬ জানুয়ারি প্যারেডে বায়ুসেনার ট্যাবলোতে থাকবে ফ্রান্স থেকে সদ্য কেনা রাফাল যুদ্ধবিমান, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাইট কমব্যাট শ্রেণীর এয়ারক্রাফট তেজস, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের উপর আঘাত হানতে সক্ষম লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার, ভূমি থেকে আকাশে লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা আকাশ ও অস্ত্র মিসাইল সিস্টেমের প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা প্রদর্শন করানো হবে ট্যাবলোর মাধ্যমে। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স : দি কাটিং এডজ নামে ট্যাবলোটির নামকরণ করা হয়েছে। এদিন বিবৃতি জারি করে বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে যে ৫০ ফুট লম্বা প্ল্যাটফর্মের উপর ট্যাবলোটি তৈরি করা হয়েছে।উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্বের চর্তুথতম বৃহত্তম বায়ুসেনা হচ্ছে ভারতের। এতদিন পর্যন্ত মিগ-২১ বাইসন, মিগ-২৭, মিগ-২৯, সুখোই-সু৩০ এমকেআই-এর উপর নির্ভরশীল ছিল বায়ুসেনা। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তেজস, রাফাল, হাল্কা ওজনের কমব্যাট হেলিকপ্টার। এবার জনসমক্ষে এইগুলির প্রতিরূপ আনছে বায়ুসেনা।

করিমগঞ্জের সেপেনজুরিতে সড়ক দুর্ঘটনা হত দুই শিশু-সহ চার মহিলা, আহত সাত

আগুনে ভস্ম ঘাতক বলেরো

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশু, এক যুবতী এবং এক মহিলার মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি সাতজন ঘায়েল হয়েছেন। আহতদের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা সোমবার বেলা প্রায় ২.১৫ মিনিট নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার সেপেনজুরি (মেদলি) চা বাগানে সংগঠিত হয়েছে। ঘাতক বলেরো পিকআপ ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দিয়েছেন স্থানীয় উত্তেজিত জনতা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশা এবং পোল্ট্রি-মোরগ বোঝাই বলেরো পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় দুই শিশু, এক যুবতী এবং এক মহিলা-সহ মোট চারজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছেন সাতজন। আহত সকলকে সংকটজনক অবস্থায় করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে তিনজনের শারীরিক অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পাথারকান্দি থানার সূত্রে নিহতদের নিলি হাজাম (১৮), নীতিন হাজাম (৩ মাস), ধনি মুড়া (৩৫) এবং সুলেখা মুড়া (৪) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাছাড়া আহতরা যথাক্রমে রানি গোয়ালা (২৫), সুরজ থাপা (১৯), রমেশ বার্মা (৩৫), শংকর বার্মা (২৬), সাথী যাদব (২৬), গোপাল যাদব (৩০) এবং নিমা হাজাম (২৬) বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। নিহতদের ময়না তদন্ত এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত ময়না তদন্তের পর নিহতদের মৃতদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোক বিরাজ করছে।

একদিন পর মকর সংক্রান্তি। এর জন্য কেনাকাটা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এগারোজন। জানা গেছে, সোমবার বেলা সোয়া দুটো নাগাদ সোনাখিরা বাজার থেকে সংক্রান্তির কেনাকাটা শেষ করে চাঁদখিরা-কাঁঠালতলির ২০৮-এ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে এএস ১০ এসি ২৩২২ নম্বরের যাত্রীবাহী অটো ভ্যানে চেঁপে চালক-সহ মোট এগারোজন যাত্রী সেপেনজুরি (মেদলি) চা বাগানে তাঁদের বাড়ি ফিরছিলেন। অটোটি যথারীতি পিপলাগুল বাগান এলাকায় পৌঁছে। তখন ত্রিপুরা থেকে আগত টিআর ০৫ বি ১৬৮১ নম্বরের পোকল্ট্রি মোরগ বোঝাই একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান দুরন্ত গতিতে সড়কের বাঁক নিতে গিয়ে আচমকা অটোতে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কার চোটে যাত্রী-সহ অটোটি চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন দুই শিশু-সহ চার যাত্রী এবং আহত হন অন্য সাতজন।

ঘটনার পর সোনাখিরা পুলিশ চেকগেটের ইনচার্জ মলয় নাথ দলবল নিয়ে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ঘাতক বলেরো পিকআপ ভ্যানের চালককে আটক করেন। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা বলেরো গাড়িতে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এমন-কি উশৃঙ্খল কতিপয় যুবক ঘটনাস্থলের পার্শবর্তী গৃহস্থদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুরের প্রচেষ্টা করার পাশাপাশি সোনাখিরা পুলিশ চেকগেটে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছে। উত্তেজিতরা পুলিশ এবং সংবাদকর্মীদের সাথেও অশুভ আচরণ করেছে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে উদ্ধার ও তদন্তকার্যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। পরে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের ডাকে অকুস্থলে পাথারকান্দির ওসি ঘনকান্ত ভুইয়াঁ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। আসেন সার্কল অফিসার এল খিনতে, করিমগঞ্জের সদর ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্যও। তাদের সম্মিলিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

লঙ্কামুড়ায় জাতীয় সড়কের বেহাল দশা। ক্ষোভে ফুঁসছে জনতা। সোমবার তোলা ছবি নিজস্ব।

জেল হেফাজতে মৃত্যু হল দিনহাটার বিজেপি নেতার হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মী সমর্থকের

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি (হিস.) : জেল হেফাজতে মৃত্যু হল কোচবিহারের দিনহাটার বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ বারুইয়ের। পুলিশের অত্যাচারেই ৭৬ বছর বয়সের এই নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে দলের দাবি। রামপ্রসাদবাবুর মৃত্যুর খবর পেতেই হাজার হাজার বিজেপির কর্মী সমর্থক কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে। উত্তেজনা সামাল দিতে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। মৃত্যু নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি।

সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়াকে হেনস্থা করার অভিযোগে গত ৩১ শে ডিসেম্বর এই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। দিনহাটার গোসানিমারির বাসিন্দা রামপ্রসাদবাবুর সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁর ছেলে ও নাতিকেও। দিনহাটায় জেলে থাকাকালীন গত ৯ ই জানুয়ারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রামপ্রসাদবাবু। তাঁকে তড়িঘড়ি দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিজেপি নেতা সুদেব কর্মকার দাবি করেন, "দিনহাটা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ১১ তারিখ আবার দিনহাটা জেলে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। অথচ সোমবার কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কবে তাঁকে নিয়ে আসা হল কোচবিহারে? কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল? এসব কিছুই পরিষ্কার নয়।"

বিজেপির অভিযোগ, পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে রামপ্রসাদবাবুর। দলের পক্ষে এই মৃত্যু নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তও দাবি করেছে বিজেপি। তদন্ত না হলে মৃত নেতার মৃতদেহ তাঁরা গ্রহণ করবেন না বলেও স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দিনহাটার বিজেপি নেতা সুদেববাবু। পুলিশের নির্যাতনেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন মৃত নেতার স্ত্রী প্রতিমা বারুইও।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।